136th ACAD

স্বপ্নডানা

Bangladesh Public Administration Training Centre

Savar, Dhaka

136th Advanced Course on Administration and Development Participants with Honorable Rector & Course Management

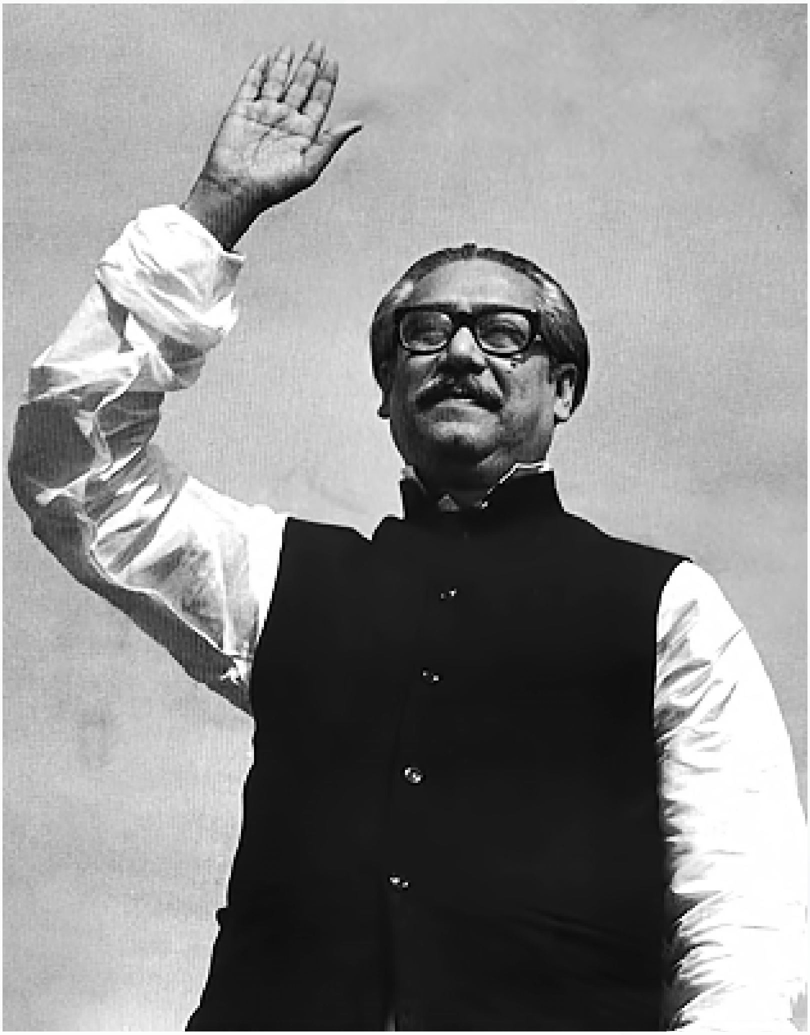

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ।’
কথাটি বলেছিলেন যে কবি
তিনি আমাদের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ছবি ।

‘This time the struggle is for our liberation
This time the struggle is for freedom.’
‘The poet of politics’ uttered the enchanting verses.
He is no other than OUR BANGABANDHU
The Potrait of BANGLADESH.

সরকারি কর্মচারিগণ জনগণের সেবক

সমস্ত সরকারি কর্মচারিকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য, যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়। তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরে যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপে, আমার সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপে। এ জন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, আমার অনুরোধ রইল, আমার আদেশ রইল, আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ার আর কিছুতে হয় না। একটা গরিব যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন। এজন্য কোনও দিন যেন গরিব-দুঃখীর ওপর, কোনও দিন যারা অত্যাচার করেনি, তাদের ওপর অত্যাচার না হয়। যদি হয়, আমাদের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Honourable Prime Minister Sheikh Hasina

Digital Bangladesh means happy-prosperous-developed Bangladesh. Digital Bangladesh is not just using computers everywhere. Digital Bangladesh is a philosophy of the appropriate application of technology in the implementation of all promises, including education, health, employment, poverty alleviation. For this, first of all, it is necessary to change the mentality, develop positive thinking, apply innovative power. - Sheikh Hasina.

[Source: Statement by of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina at the inauguration of Digital Bangladesh and e-Governance Training Workshop on 31 October 2009]

A Leader Is One Who Knows the Way, Goes the Way and Shows the Way. -John C. Maxwell

জনগণের সেবকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবান

আপনারা যখন কোন কাজ করবেন, তখন তা আত্মবিশ্বাসের সাথে করবেন। কে কী বলল বা কে কী লিখল, সে দিকে কান দেবেন না। এসব দিকে কান দিলে কোনো কাজই করতে পারবেন না। .... দেশে কিছু মানুষের স্বভাবই হচ্ছে অন্যের সমালোচনা করা। তারা সামান্য ভুল হলেই অনেক কিছু বলেন (পান থেকে চুন খসলেই সমালোচনা করেন)। কিন্তু তাঁরা দেশ ও দেশের মানুষের জন্য নিজেরা কিছুই করেন না।... কিন্তু আপনাদের (সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী) আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঠিক কাজটি করে যেতে হবে। যদি আপনাদের এই আত্মবিশ্বাস থাকে যে আপনারা যা করলেন তা জনগণের কল্যাণের জন্য এবং জনগণ এর সুফল ভোগ করবে, তবে আমি বলতে চাই আপনারা তা-ই করুন।.... জনগণের পাশে থাকা প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব।.. যাঁরা সরকারি চাকরি করেন, তাঁরাও জনগণের সেবা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।....আমরা দেশে একটি ঘুষ ও দুনীতিমুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই এবং আপনাদেরই এই শুদ্ধাচারের পরিকল্পনা করতে হবে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায়, সেই উপায় বের করতে হবে। এই পরিকল্পনা তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছাতে ও তা সফলভাবে কার্যকর করতে হবে। আর যাঁরাই এটা করতে পারবে, তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে।

[বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে 'অ্যানুয়াল পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট (এপিএ)-২০২০' স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য: দৈনিক প্রথম আলো: ১৮ আগস্ট ২০২০]

কোনো মানুষকে অবহেলার চোখে দেখবেন না বা তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবেন না। মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান দিতে হবে।

[১১৬, ১১৭ ও ১১৮তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের সমাপনীতে প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য: দৈনিক প্রথম আলো: ২৭ নভেম্বর ২০২০]

উৎসর্গ

বাংলা মানচিত্রের কারিগর তোমরা
সার্থক তব আত্মদান
বাঙ্গালি জাতির গর্বের উৎস
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান।

Maker of our Map
Great is your self-sacrifice
Source of Glory-Best sons of us,
you are very nice.

সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের প্রিয়
মাতৃভূমির স্বাধীনতা যাঁরা এনেছেন
সেই সব বীর শহিদদের অম্লান স্মৃতির প্রতি

To those gallant heroes who have had the utmost
sacrifices for the independence of
our motherland, Bangladesh.

136th ACAD

SWAPNADANA

The Journal of the 136th ACAD

Patronized and Directed By

Ramendra Nath Biswas
Honourable Rector (Secretary)
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editorial Panel

Md. Abdul Kader, Deputy Secretary & Convenor, Souvenir Committee
Haridas Thakur, Deputy Secretary & Member Secretary, Souvenir Committee

Publication Associates

Shakhawat Hossain, Deputy Secretary
Kula Pradip Chakma, Deputy Secretary
Johura Khatoon, Deputy Secretary
Md. Shahidur Rahman, Lt. Commander

Poems and Rhymes

Haridas Thakur, Deputy Secretary

Photography

Faisal Hossain, Photographer, BPATC

Cover Theme

Anike Nandi

Graphics

Afiya Shahana

Illustration

Md. Arif Molla

Copywright

Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka

Published by

Souvenir Committee, 136th ACAD
Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka

Published on

20th July 2022

Printed by

Chhapaghar
Cell: 01707079836, E-mail: info@chhapaghar.com

ISBN: 978-984-35-2712-7

আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়

বনছায়া গভীর স্নিগ্ধ, গোধুলি রাঙা রাশি
আমার অনেক প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে ভালবাসি ।
ঘুমাতে যাবার আগে আমি মিষ্টি হেসে ভাবি
অনেক পথ যেতে হবে তবেই পাবো চাবি
অনেক পথ যেতে হবে তবেই পাবো চাবি ।

The woods are lovely dark and deep.
But I have promises to keep
And miles to to go before I sleep
And miles to to go before I sleep.

[Stopping by woods by snowy evening
by Robert Frost.]

পথ কত বিপদসংকুল তাতো মূখ্য নয়
শত বাধা এলেও আমি জীবন করবো জয় ।
আমি আমার ভাগ্যবিধাতা আমিই চালাই রথ
আমি আত্মার সারথি আমি মাড়াই বন্ধুর পথ ।

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

[Invictus: William Ernest Henley]

[ইংরেজি থেকে ভাবানুবাদঃ হরিদাস ঠাকুর]

১৩৬তম প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সের বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের
COMMITMENT

C	Cordial Service to People	সেবায় আমরা হবো আন্তরিক
O	Organized Approach for Service	সুশৃঙ্খল কর্মে জয় করবো চারিদিক ।
M	Motivated Positive Mentality	ইতিবাচক মানসিকতায় চলবো আমরা পথ ।
M	Modest Behavior	সুশীল আচরণে আমরা চালাই কর্ম রথ ।
I	Innovative Service	উদ্ভাবনে কর্মযজ্ঞ খুশি জনগণ ।
T	Transparency through Accountability	স্বচ্ছতা আর জবাবদিহিতা আনবে শুভক্ষণ ।
M	Movement for Morality	শুদ্ধাচার আর নৈতিকতায় কোন আপোষ নাই ।
E	Everyday Value Addition	প্রতিদিনই মূল্য আমরা যোগ করতে চাই ।
N	Nearness to People	জনগণের নৈকট্য আলোর উদ্ভাসন ।
T	Team Building with Co-fighters	সবাই মিলে কাজ করে আনবো সুশাসন ।

Message

Rector
(Secretary to the Government)
Bangladesh Public Administration Training Center, Savar, Dhaka

It is indeed a matter of great pleasure for me to learn that the participants of 136th Advanced Course on Administration and Development (ACAD) are going to publish a souvenir to retain their sweet and hearty memories of two-month-long training program at BPATC greenery campus.

ACAD course is designed to make the mid-level civil servants ready for the policy-level roles. This course follows a blended approach emphasizing both theoretical and practical aspects of governance and development. I firmly believe that the participants of this course have achieved the macro view of the key issues of public sector governance and development, both from global and national perspectives, and at the same time come across the operational and translative perspectives of different regulations, policies, and strategies of the government.

Despite being engaged in strict and rigorous coursework and hectic co-curricular activities, I would like to applaud all participants for their ingenious aspire of publishing the souvenir “SWAPNADANA”.

I convey my sincere wishes to all participants for a happy and promising future.

Ramendra Nath Biswas

136th ACAD

Message

Course Adviser
136th Advanced Course on Administration and Development
and
Member Directing Staff
Bangladesh Public Administration Training Centre

It is a great pleasure for me to congratulate the participants of the 136th Advanced Course on Administration and Development (ACAD) for bringing out an attractive colorful souvenir in view of creating a bridge among the participants and BPATC and also to captivate and cherish the sweet memories of the participants and the course management team.

We are in the path of the 'Digital Bangladesh' highway for materializing 'Sonar Bangla', the dream of our father of the nation 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'. Our civil servants must be prepared to cope up with this great path. This course were designed for the Deputy Secretaries to the government and the Officers of the similar ranks of armed forces and Police to familiarize them about Policy formulation and Decision-making process and other relevant issues. The participants have the opportunity to interact with senior officials of the government through this course. I do hope that the knowledge and skill gathered from this course will be helpful to discharge their official responsibilities effectively to the citizens of the country.

In conclusion, I want to take an opportunity to congratulate and appreciate the members of souvenir committee for their excellent and lovely efforts and I hope that this souvenir will act as a reagent of treasure of their interactive memories of the training period.

I wish the participants successful career with the spirit of patriotism and sincerity.

Md. Shaugatul Alam

Message

Course Director
136th Advanced Course on Administration and Development
and
Director
Bangladesh Public Administration Training Centre

I am very glad to know that the participants of the 136th Advanced Course on Administration and Development (ACAD) Course are going to publish a souvenir named `SWAPANADANA' to cherish their memories of two months training peroid. I feel very delighted to become a part of it.

As the Course Director, I feel honoured as the participants of this course are Deputy Secretaries to the government or equivalent position. Their functions are very much related with the initial activities of policy formulation and implementation of the government policies for the development of the nation as a means of Sonar Bangla outcome.

Thus, it creates the necessity of better grooming of the civil servants to embrace the challenges ahead. I do hope that this new breed of public servants will lead tomorrow's Bangladesh in future and become the hood between citizens and modern technologies.

I would like to congratulate Souvenir Committee of 136th ACAD course on behalf of the Course Management Team and wish the participants successful career as well as long and happy life.

Md. Zohurul Islam

Message

President
Souvenir Committee
136th Advanced Course on Administration and Development
Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka, Bangladesh

It is my privilege and immense pleasure to express my heartfelt thanks and gratitude to the competent Course Management Team (CMT) for their cordial support for publishing the souvenir 'Swapnadana' of the 136th Advanced Course on Administration and Development (ACAD). I would like to give my humble thanks to all members of the souvenir committee for giving their sincere efforts to prepare for publishing this souvenir. I am also grateful to all the participants who spent their valuable time in writing for the souvenir. Let me express my deep gratitude to the fellow participants for their contribution in terms of collecting advertisements for financial help.

ACAD is a prestigious core course designed for the Deputy Secretaries to the government and officers of equivalent rank from Bangladesh Armed Forces and Public Sector Departments to enhance their leadership skills and professional knowledge to perform their duties more efficiently and competently. The course is intended to ensure efficiency and effectiveness in public service delivery. Throughout this course we got an ample opportunity to come in contact with a good number of resource persons who have enlightened us with their scholarly deliberation. Indeed, we enjoyed the course together with tight academic activities, excellent cultural programs, physical exercise and games.

I feel proud to thank on behalf of the participants of the 136th ACAD to the authority particularly Mr. Ramendra Nath Biswas, the honourable Rector of BPATC for organizing and conducting this course. I hope, after completion of the course, we will be able to play a significant role in the development trajectory we are pursuing.

I believe that this souvenir will be a good source of cherishing our memories and help us remind the sweet reminiscences of our stay here at BPATC.

With best regards and gratitude.

Dr. Mohammad Abdul Kader

Editorial

Member Secretary
Souvenir Committee
136th Advanced Course on Administration and Development
Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka, Bangladesh

One hundred and thirty six-136, this is a mere number only. But when it goes with the identity of a training course like Advanced Course and Administration and Development (ACAD) having a group of 22 enthusiastic and innovative people, it gets another connotation ! We can anaylse the number 136 and this figure yields 10 as a summation after addition of the consecutive numbers of 1,3 and 6. That means 136th ACAD mates have the willforce of victory covering 10 directions in their personal and professional lives. And literally it happened here in last 2 months at BPATC.

Being proud participants of 136th ACAD, all of the participants are overwhelmed with emotions just for the uniqueness of the number initially. Here in this course, we were 22 participants and this 22 is a Palindrome. We know that palindrome is a word, verse, or sentence or a number that reads the same backward or forward. Here in this course, we 22 people are from different batches and different capacities of Bangladesh Civil Service and Armed Force Service with different experiences. But as the time passes day by day, the increasing cohesion and bondage that is built among the particpants during the course, made us really a unique one like the number 136 itself. Thus the name of the souvenir is chosen`SWAPNADANA' and this is done to try to justify the surprisingly exceptional characteristics of the batch with regard to the fantastic inter relationship among the course mates.

The course has made immense opportunities for us to come up with deep feelings, love and mutual respect among the participants. We got the previlege of refershing ourselves with the latest knowledge and skills on administration and development. But, like any other earthly course of action the training course is at the verge of being ended! Therefore, publishing this souvenir is a small attempt to keep the memories of the trainingin a single source in the form of information, article, pictures etc.

The course was well enjoyable and interesting in terms of planning, design and delivery with regular day long class works, physical education and sports, field visits and sometimes with evening lectures. Under the dynamic leadership of respected Rector

Ramendra Nath Biswas, the course management team made all the facilities for us to receive the training with interest and pleasure. In this process, the participants gathered when and where they got time and space to be engaged in chating, gossiping, debating and making funs forgetting their respective age, rank and appointment.

In the process of publishing this souvenir, we have got exceptional type of help, support and cooperation from all of our course mates. In this connection, we convey our thanks to the contributors to the souvenir for their valuable writings. The events and incidents as depicted through the photos are the collective outcomes of all the participants. We want to extend our gratitude to our two PMC Mr. Mominur Rashid and Mr. Mizanur Rahman and their team members for all the pains they took in managing every day food for last two months. Basically the sincere efforts of the mess committee members providing kept participants healthy amd hearty providing balanced and delicious menu everyday.

We are grateful to the souvenir committee members for their continual support and active engagement in making the souvenir happened to be printed. Our convenor Mr. Md. Abdul Kader has played vital role for overall supervision. Committee members Mr. Shkhawat Hossain, Mr. Md, Shahidur Rahman, Mr. Kula Pradeep Chakma and Ms. Shahana Sultana contributed a lot in designing and planning the publication. Our gratitude and thanks to all advertisement providers whose financial support was a prerequisite in publishing this souvenir.

During our tarining tenure, our beloved course mates Mr. Rezaul Karim and Mr. Jahirul Islam Khan became sick. Our course mates prayed with whole heart for their recovery and by the grace of the Almighty, they recovered quickly.

We know that publication is an art. So, we tried to make this souvenir different from previous publications. For the first time, we used ISBN number in our souvenir. We have add dedication and commitment segments and also some structural beauty. All this innovative insertion was supported by our team mates and we got an excellent publication as per the best of our ability.

We express our heart-felt gratitude to the respected Rector Mr. Ramendra Nath Biswas for his continuous and affectionate guidance in the course and the pains he took despite his busy schedule. We are also grateful to our Course Adviser Mr. Shagatul Alam, Member Directing Staff, BPATC for his sincere and cordial cooperation throughout the course. We must pay our gratefulness to Mr. Zohurul Islam, Course Director and Director, BPATC and Course Coordinators Mr. Anisur Rahman, Deputy Director, Ms. Jakia Sultana, Deputy Director, BPATC and Ms. Masuma Arefin, Deputy Director, BPATC. We want to thank our class room attendant Mr. Satyen Das and others room attendants for supporting us. We also extend our gratitude towards those who helped us in one way or other during this publication.

We trust and hope that this souvenir will remain as a source of ready hand reminder of the memorable memories to all of us in the coming days.

Haridas Thakur

Course Management Team

Ramendra Nath Biswas
Honourable Rector

Md. Shaugatul Alam
Course Advisor

Dr. Md. Zohurul Islam
Course Director

Md. Anisur Rahman
Course Coordinator

Mst. Masuma Arefin
Course Coordinator

Jakia Sultana
Course Coordinator

Souvenir Committee

Dr. Mohammad Abdul Kader
President

Md Shahidur Rahman
Member

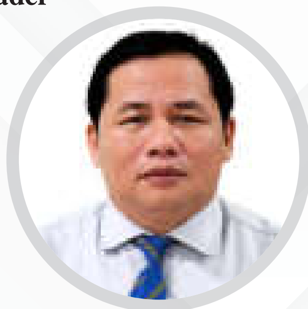

Kula Pradip Chakma
Member

Johura Khatoon
Member

Md Shakhawat Hossain
Member

Haridas Thakur
Member Secretary

Committees at a glance

Souvenir Committee

Dr. Mohammad Abdul Kader	President
Md Shahidur Rahman	Member
Kula Pradip Chakma	Member
Johura Khatoon	Member
Md Shakhawat Hossain	Member
Haridas Thakur	Member Secretary

1st Mess Committee

Md Mominur Rashid	President
Kula Pradip Chakma	Member
Md. Saiful Islam	Member
Johura Khatoon	Member
Aziz Haider Bhuiyan	Member Secretary

2nd Mess Committee

Md. Mizanur Rahman	President
Md. Masudur Rahman Bhuiyan	Member
Shahana Sultana	Member
Haridas Thakur	Member
Md Shahidur Rahman	Member Secretary

Cultural Committee

Md Shakhawat Hossain	President
Md Jahirul Islam Khan	Member
Mohammad Ashraful Alam	Member
Kula Pradip Chakma	Member
Muhammad Rezaul Karim	Member
Mohammed Shafiul Alam	Member
Md. Gausul Azam	Member Secretary

Committees at a glance

Sports Committee

Aziz Haider Bhuiyan	President
Muhammad Rezaul Karim	Member
Shahana Sultana	Member
Major Md Fazle Rabbi	Member
Ashrafur Rahman	Member
Mohammed Shafiul Alam	Member
Md. Mizanur Rahman	Member Secretary

ICT Committee

Shah Zulfiquer Haider	President
Johura Khatoon	Member
Muhammad Rezaul Karim	Member
Ashrafur Rahman	Member
Major Muhammad Masud Ur Rahman	Member Secretary

Environment Committee

Anjuman Ara	President
Ashrafur Rahman	Member
Haridas Thakur	Member
Mohammad Ashraful Alam	Member
Md. Masudur Rahman Bhuiyan	Member Secretary

Committees in 136th ACAD

Souvenir Committee With Honorable Rector & Course Management

Committees in 136th ACAD

1st Mess Committee With Honorable Rector & Course Management

2nd Mess Committee With Honorable Rector & Course Management

Cultural Committee With Honorable Rector & Course Management

Committees in 136th ACAD

Sports Committee With Honorable Rector & Course Management

ICT Committee With Honorable Rector & Course Management

Environment Committee With Honorable Rector & Course Management

Participant's Profile

বন্ধু ছিলাম
বন্ধু আছি
বন্ধু আমরা থাকবো
স্মৃতিতে প্রীতিতে আনন্দ বেদনায়
মিলনের ছবি আঁকবো।

Mohammod Ashraful Alam khan

Deputy Secretary

Batch & ID	:	24th BCS (15631)
Cadre	:	B.C.S. Administration
Date of Birth	:	1st October 1975
Official Address	:	Ministry of Primary & Mass Education
Father's Name	:	Mohammad Majnu Miah
Mother's Name	:	Piara Begum
Present Address	:	103, Shantinagor, Dhaka
Permanent Address	:	C/O Firoz Manzil, Madrasha Road, Kandipara, Brahmanbaria
Education	:	BCS & MSC (Botany) DU, MPh, MDS
Blood Group	:	B+ve
Name of Spouse	:	Lutfoun Nahar
Spouse Profession	:	Home Maker
Children	:	Two (02)
Hobby	:	Playing and Watch Cricket
Mobile No.	:	01752563430
Email	:	ashraftito2007@gmail.com
Facebook ID	:	N/A
Favorite Personality	:	My Father
Favorite Quote	:	Time cure

Haridas Thakur

Deputy Secretary

Batch & ID	:	21st BCS (8105)
Cadre	:	BCS (Cooperative)
Date of Birth	:	30th December 1970
Official Address	:	Posts and Telecommunications Division, Ministry of posts, Telecommunications and Information Technology, Bangladesh Secretariat, Dhaka
Father's Name	:	Nalini Ranjan Thakur
Mother's Name	:	Bagola Thakur
Present Address	:	Flat-oriental Bangshal , Flat no-B-9 (13th Floor) 1,1/B New Eskaton Road, Magbazar, Dhaka
Permanent Address	:	Vill-Sitarampur, Post-Sitarampur, Upazilla- Kashiani, Dist-Gopalganj
Education	:	M. Pharm (DU)
Blood Group	:	A+ve
Name of Spouse	:	Lipika Bala
Spouse Profession	:	House Wife
Children	:	2 (Himon Thakur, Banhyshikha Thakur)
Hobby	:	Reading Books, Travelling, Knowing People
Mobile No.	:	00-88-01712005214; 00-88-015501536991
Email	:	srslbs4667@gmail.com
Facebook ID	:	haridasthakur@facebook.com
Favorite Personality	:	My Father and Mother
Favorite Quote	:	স্বপ্ন আমার অল্প না-ছাড়িয়ে যাবে কল্পনা যা বলি তা গল্প না-যা করি তা আল্পনা।

Md. Masudur Rahman Bhuiyan

Director

Batch & ID	:	22nd BCS (15496)
Cadre	:	BCS (Administration)
Date of Birth	:	09th October 1975
Official Address	:	Bangladesh Land Port Authority
Father's Name	:	Abdur Rahman Bhuiyan
Mother's Name	:	Mahmuda Bogum
Present Address	:	Bijoy Rakeen city Mirpur, Dhaka
Permanent Address	:	Vill+post-Kamalpur , Begumgonj Noaknali
Education	:	PhD
Blood Group	:	O+ve
Name of Spouse	:	Rehana Akhter
Spouse Profession	:	House wife
Children	:	Two (02)
Hobby	:	Reading Novel
Mobile No.	:	00-88-01914261962
Email	:	masud_best@yahoo.com
Facebook ID	:	Masudur Rahman
Favorite Personality	:	My Father
Favorite Quote	:	-

Johura khatoon

Deputy Secretary

Batch & ID	:	27th BCS (16150)
Cadre	:	BCS (Administration)
Date of Birth	:	31st December 1982
Official Address	:	Ministry of Housing and Public Works Bangladesh Secretariat, Dhaka
Father's Name	:	Md. Shahid Ullah
Mother's Name	:	Shamsun Nahar
Present Address	:	28 & 30, Janata Housing, Shah Ali Bagh, Mirpur, Dhaka-1216
Permanent Address	:	Vill- Barur, Post- Charbakhor, P.S - Debidwar, Dist- Cumilla
Education	:	B.Sc in Civil Enginnering (KUET) M.Sc. in civil Engineering (BUET)
Blood Group	:	A+ve
Name of Spouse	:	Md. Kamrul Hasan
Spouse Profession	:	Banker
Children	:	Rukaiya Sanjidah, Abu Bakar Siddique, Irshadul Omar Jawad
Hobby	:	Gardening, Travelling
Mobile No.	:	00-88-01717902624
Email	:	khatoon.jahura@gmail.com
Facebook ID	:	johura khatoon@facebook.com
Favorite Personality	:	My Father and Mother
Favorite Quote	:	প্রতিটা রাতের শেষ হয় একটা সুন্দর ভোর দিয়ে।

Md. Gausul Azam

Deputy Secretary

Batch & ID	:	22nd BCS (15391)
Cadre	:	BCS (Administration)
Date of Birth	:	14th May 1971
Official Address	:	National Board of Revenue, Segunbagicha, Dhaka.
Father's Name	:	Late Md. Abdul Khaleque Shikder
Mother's Name	:	Rabeya Khatun
Present Address	:	B-14/E-1, Eskaton Garden Govt. Officers Quarters, Ramna, Dhaka.
Permanent Address	:	Vill. Kuthibari, P.S. Morrelganj, Zilla: Bagerhat.
Education	:	B.Sc. Ag; M,Sc in Nutrition
Blood Group	:	A+
Name of Spouse	:	Asfia Akter
Spouse Profession	:	House wife
Children	:	Rizwan Azam Raiyan, Nushera Tasnim.
Hobby	:	Recitation, Gardening
Mobile No.	:	00-88-01715159985
Email	:	gaaus@yahoo.com
Facebook ID	:	Gausul Azam
Favorite Personality	:	My Mother
Favorite Quote	:	The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. - Helen Keller.

Md Jahirul Islam Khan

Deputy Secretary

Batch & ID	:	21st BCS (15114)
Cadre	:	BCS Administration
Date of Birth	:	01st December 1971
Official Address	:	Ministry of Housing and Public Works
Father's Name	:	Md. Dilbor Khan
Mother's Name	:	Amena Begum
Present Address	:	House: 10, Road: 9/B, Sector: 5, Uttara, Dhaka
Permanent Address	:	Vill: Daragaon, P.O.: Rashidpur, P.S.: Chunarughat, Dist.: Habiganj
Education	:	BSc (Hons), Master of Science (Physics)
Blood Group	:	O+
Name of Spouse	:	Mst. Suheli Parvin Laskar
Spouse Profession	:	House Wife
Children	:	2 Daughters
Hobby	:	Music and Gardening
Mobile No.	:	00-88-01712601595
Email	:	jahirhab@gmail.com
Facebook ID	:	Jahirul Islam Khan
Favorite Personality	:	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
Favorite Quote	:	"আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাইনা, আমি এদেশের মানুষের অধিকার চাই..."

Md Shakhawat Hossain

Deputy Secretary

Batch & ID	:	21st BCS (15035)
Cadre	:	BCS Administration
Date of Birth	:	18th December 1970
Official Address	:	ICT Division
Father's Name	:	Md Fazlul Karim
Mother's Name	:	Oziban Nesa
Present Address	:	
Permanent Address	:	Vill. & P.O.: South Birangol
Education	:	M.Phil
Blood Group	:	O+ve
Name of Spouse	:	Adhora Alam Soya
Spouse Profession	:	
Children	:	3
Hobby	:	Singing, Playing Flute
Mobile No.	:	00-88-01712249963
Email	:	md.shakhawat.hossain1812@gmail.com
Facebook ID	:	
Favorite Personality	:	Nitya Gopal Sikder
Favorite Quote	:	Civilization means consideration for others

Md. Mominur Rashid

Deputy Secretary, Director Admin, Chittagong port Authority

Batch & ID	:	22nd BCS (15385)
Cadre	:	BCS (Administration)
Date of Birth	:	28th December 1972
Official Address	:	Chittagong Port Authority, Chittagong
Father's Name	:	Late Md. Abdul Alim
Mother's Name	:	Late Mst Hasera Begum
Present Address	:	Bungalow 9, South R/S Officers Collony, Bandar,Chittagong
Permanent Address	:	Shaptana Road, Lalmonirhat
Education	:	BSc (Honours) MSc, Jahangir Nagar University
Blood Group	:	B+ve
Name of Spouse	:	Shahida Fatema Chowdhury
Spouse Profession	:	Secretary Chittagong Wasa, Chittagong
Children	:	Tasnuva Shehjad Jahin (16)
Hobby	:	Car Driving, Travelling
Mobile No.	:	00-88-01712510061
Email	:	md.mominurrashid@gmail.com
Facebook ID	:	https://www.facebook.com/mominur.rumi
Favorite Personality	:	Prophet Muhammad (Swt)
Favorite Quote	:	Life is Beautiful

Shah Zulfiquer Haider

Project Director (Deputy Secretary)

Batch & ID	:	13th BCS (8066)
Cadre	:	BCS Telecommunication
Date of Birth	:	July 1966
Official Address	:	Osmani International Airport Expansion Project (1st Phase), Sylhet.
Father's Name	:	Shah Alauddin Ahmed
Mother's Name	:	-
Present Address	:	-
Permanent Address	:	Village:Chalk Dewla, P.O: Bahadurpur, P.S: Phulpur, Dist: Mymensing
Education	:	B.Sc. Engineering
Blood Group	:	A+
Name of Spouse	:	Meher Najnin Khan
Spouse Profession	:	House wife
Children	:	Odri, Turash
Hobby	:	Reading, Travel, Games
Mobile No.	:	00-88-01550155021
Email	:	zhaider17@gmail.com
Facebook ID	:	-
Favorite Personality	:	My father
Favorite Quote	:	-

Ashrafur Rahman

Deputy Secretary

Batch & ID	:	24th BCS (15575)
Cadre	:	Administration
Date of Birth	:	08th September 1977
Official Address	:	Ministry of Commerce
Father's Name	:	Habibur Rahman
Mother's Name	:	Nafisa Begum
Present Address	:	113. Siddeshwary, Circular Road, Ramna, Dhaka
Permanent Address	:	Manikpur P.O-Munshigonj, Upazila+ Dist-Munshigonj
Education	:	MSc in Botany & Project Management (International)
Blood Group	:	A+ve
Name of Spouse	:	Mahfuja Khanam
Spouse Profession	:	House wife
Children	:	02 (two), Ashfee & Afnan
Hobby	:	Reading, Traveling, Gardening
Mobile No.	:	00-88-01972212136
Email	:	ashrafur-15575 @yahoo.com
Facebook ID	:	Ashrafur Rahman
Favorite Personality	:	Hazrat Muhammod (SAW)
Favorite Quote	:	Allah is your Protector and He is the best of Helper. -Al Quran

Muhammad Rezaul Karim

Deputy Secretary

Batch & ID	:	21^{st} BCS (15021)
Cadre	:	BCS (Administration)
Date of Birth	:	01^{st} September 1975
Official Address	:	Economic Relations Division, Ministry of Finance, Sher-e-Banglanagar, Dhaka
Father's Name	:	Abdul Razzak Mia
Mother's Name	:	Surju khatun
Present Address	:	A8, Navana Kazi Richmond, 648 Baro Moghbazar, Hatirjil, Dhaka
Permanent Address	:	Vill- Zalmat Bahara, po-Bahara, Batikamari, P.S: Muksudpur, Dist- Gopalganj, Bangladesh
Education	:	B.A. (Honours), M.A. (English), D.U.; MBA (International Business), Greenwich University, UK
Blood Group	:	A+ve
Name of Spouse	:	Sultana Mahmuda Liza
Spouse Profession	:	House Wife
Children	:	Two (01 Daughter & 01 Son)
Hobby	:	Travelling
Mobile No.	:	00-88-01820555744
Email	:	rezaul21th@yahoo.com
Facebook ID	:	Muhammad Rezaul Karim
Favorite Personality	:	-
Favorite Quote	:	-

Dr. Mohammad Abdul Kader

Deputy Secretary

Batch & ID	:	15th BCS & 8098
Cadre	:	BCS (Police)
Date of Birth	:	01st November 1971
Official Address	:	Ministry of Labour and Employment
Father's Name	:	Mohammad Abdul Gafur
Mother's Name	:	Mrs. Mariyam Khatun
Present Address	:	Flat-5A, House-45, Road -1, Sector-5, Uttara, Dhaka
Permanent Address	:	Village-Nayabari, Upazila- Ghatail, Dist-Tangail
Education	:	PhD (Monash university, Australia)
Blood Group	:	A+ve
Name of Spouse	:	Dr. Shaheen Ferdousi
Spouse Profession	:	Physician
Children	:	Fatin Shadab
Hobby	:	Listening music
Mobile No.	:	00-88-01733980402
Email	:	mkader4568@yahoo.com
Facebook ID	:	Abdul Kader
Favorite Personality	:	Prophet Muhammad (PBUH)
Favorite Quote	:	Early Growth is Prelude to Quick Decay

Md. Shahidur Rahman

Lieutenant Commander (G) BN

Batch & ID	:	2010/B (P no-2391)
Cadre	:	Bangladesh Navy
Date of Birth	:	24th September 1992
Official Address	:	BNS BANGABNDHU
Father's Name	:	Md. Motiur Rahman
Mother's Name	:	Shamima Akhter
Present Address	:	Rose villa-2581/A, Uttarkhan Dhaka
Permanent Address	:	Rose villa-2581/A, Uttarkhan Dhaka
Education	:	B.Sc. (Naval Science)
Blood Group	:	O+ve
Name of Spouse	:	Major Shamima Akter Baby
Spouse Profession	:	AMC Bangladesh Army
Children	:	Fayruz Rahman, 2r 8 Months
Hobby	:	Watching Movie
Mobile No.	:	00-88-01722050326
Email	:	rftshahidrahman@gmail.com
Facebook ID	:	Rifat Shahid
Favorite Personality	:	Muhammad (Pbuh)
Favorite Quote	:	Honesty is The Best Policy

Md. Mizanur Rahman

Superintendent of Police

Batch & ID	:	27^{th} BCS (BP-7708121586)
Cadre	:	BCS (Police)
Date of Birth	:	08^{th} January 1977
Official Address	:	Police Headquarters
Father's Name	:	Md. Ketab Ali
Mother's Name	:	Morjeena Khatun
Present Address	:	Police Officers Mess, Ramna, Dhaka
Permanent Address	:	Vill+Post: Tajnagar, P.S.: Parbatipur, Dist.: Dinajpur
Education	:	B. Pharm (Hons), M. Pharm
Blood Group	:	AB+ve
Name of Spouse	:	Hosna Layel
Spouse Profession	:	House wife
Children	:	Inara Adiba Rahman
Hobby	:	Sports
Mobile No.	:	00-88-01717600102
Email	:	mizanbp27@gmail.com
Facebook ID	:	
Favorite Personality	:	Bangabondhu sheikh mujibor Rahman
Favorite Quote	:	All day I dream about sports

Md. Saiful Islam

Deputy Secretary

Batch & ID	:	24th BCS (15674)
Cadre	:	BCS Administration
Date of Birth	:	01st February 1976
Official Address	:	Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare
Father's Name	:	Mohammad Abdul Bari
Mother's Name	:	Shahar Banu
Present Address	:	House: 07, Road: 08, Block-D, Mirpur-11, Dhaka
Permanent Address	:	Vill- Rajabaria, P.O.: Punchrukhi, Nandail, Mymensingh
Education	:	M.Sc (Botany), Dhaka University
Blood Group	:	B+ve
Name of Spouse	:	Tazkia Tasneem
Spouse Profession	:	House Wife
Children	:	Tafseer Ahnaf
Hobby	:	Travelling
Mobile No.	:	00-88-01712863338
Email	:	Saiful197602@gmail.com
Facebook ID	:	Md Saiful Islam
Favorite Personality	:	-
Favorite Quote	:	-

Anjuman Ara

Deputy Secretary

Batch & ID	:	21st BCS (15177)
Cadre	:	BCS (Administration)
Date of Birth	:	10th September 1974
Official Address	:	Health Service Division, Ministry of Health and Family welfare
Father's Name	:	Md. Abdur Rouf Mia
Mother's Name	:	Begum Samsunnahar
Present Address	:	Nam Garden Officers Quarter, Mirpur 13, Dhaka
Permanent Address	:	Vill+P.O.: Kharsuti, Upazila: Boalmary, Zila: Faridpur
Education	:	BSS Hons, MSS (Public Administration)
Blood Group	:	A+ve
Name of Spouse	:	Md. Rezaul Haque
Spouse Profession	:	Govt. Job
Children	:	Two
Hobby	:	Reading
Mobile No.	:	00-88-01712664136
Email	:	Anjuman2174@gmail.com
Facebook ID	:	Muhammad Rezaul Karim
Favorite Personality	:	Bongabondhu Sheikh Mujibur Rahman
Favorite Quote	:	একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে। -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

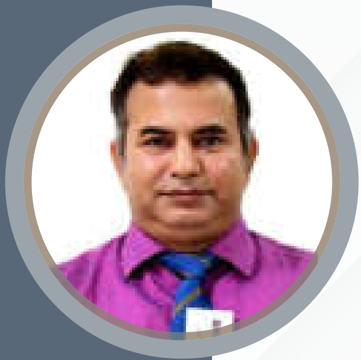

Mohammed Shafiul Alam

Deputy Secretary

Batch & ID	:	22nd BCS (15440)
Cadre	:	BCS (Administration)
Date of Birth	:	30th June 1974
Official Address	:	NGO Affairs Bureau, Prime Minister's office, Agargaon, Dhaka
Father's Name	:	Md. Belal Uddin
Mother's Name	:	Mrs. Salma Begum
Present Address	:	309, Elephant Road, Dhaka
Permanent Address	:	Vill+P.O.: Hazrabari, Upazila: Melandah , Dist: Jamalpur
Education	:	M.Com. (Management), NU; Executive PGDM, IMI, New Delhi, India
Blood Group	:	B+ve
Name of Spouse	:	Ms. Israt Jamal
Spouse Profession	:	Banker
Children	:	i) Aymaan Shafi Ishaam, ii) Aiyaan Shafi Yaafi, iii) Arham Shafi Izaan
Hobby	:	Reading, Travelling & Watching TV
Mobile No.	:	00-88-01718621801
Email	:	Shafi15440@gmail.com
Facebook ID	:	Shafi-15440@yahoo.com
Favorite Personality	:	Netaji Subash Chandra Bose, Sher-E-Bangla A.K. Fazlul Haque, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam
Favorite Quote	:	Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die.

Kula Pradip Chakma

Deputy Secretary

Batch & ID	:	22nd BCS (15482)
Cadre	:	BCS (Administration)
Date of Birth	:	14th April 1973
Official Address	:	Chief Executive Officer, Lakshmipur District Council
Father's Name	:	Late Parul Chandra Chakma
Mother's Name	:	Late Padmadevi Chakma
Present Address	:	House: 04, Road: 05, Nasirabad Housing Society, Chattograme Metro Area
Permanent Address	:	Vill- Pertachara,P.S.+P.O: Khagrachari, Upazila: Khagrachari, District: Khagrachari
Education	:	M.S.S
Blood Group	:	A+ve.
Name of Spouse	:	Holley Chakma
Spouse Profession	:	House wife
Children	:	Arja Pratim Chakma, Arja Prasun Chakma, Arja Saasoto Gourov Chakma
Hobby	:	Reading Book, Traveling
Mobile No.	:	00-88-01814244062
Email	:	Kulapradip70@gmail.com
Facebook ID	:	Kula Chakma
Favorite Personality	:	Goutam Bhudda, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Abraham Lincon, Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam
Favorite Quote	:	May All the Creatures of the World be Happy and Free from Sorrow

Aziz Haider Bhuiyan

Deputy Secretary

Batch & ID	:	24th BCS (15812)
Cadre	:	BCS (Administration)
Date of Birth	:	15th November 1971
Official Address	:	Rural Development and Cooperative Division, Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000
Father's Name	:	Late Bazlul Haque Bhuiyan
Mother's Name	:	Salma Haque
Present Address	:	55, ISA Khan Avenue, BNCC Road, Sector-06, Uttara, Dhaka
Permanent Address	:	Vill.+Post.: Duptara, P.S.: Araihazar, Dist.: Narayanganj
Education	:	M.Sc. (physics)
Blood Group	:	O-ve
Name of Spouse	:	Firoza Begum
Spouse Profession	:	House Wife
Children	:	Mihrub Aziz Bhuiyan (Saad)
Hobby	:	Playing, Swimming, Singing
Mobile No.	:	00-88-01715028221
Email	:	aziz.ngonj@yahoo.com
Facebook ID	:	Aziz Haider Bhuiyan
Favorite Personality	:	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bazlul Haque Bhuiyan
Favorite Quote	:	Know Thyself

Md Fazle Rabbi, psc, G

Major

Batch & ID	:	54 BMA LC (BA-7156)
Cadre	:	BD Army
Date of Birth	:	12th October 1983
Official Address	:	Ramu Cantonment, Cox's Bazar
Father's Name	:	Hamd E Rabbi
Mother's Name	:	Dina Rabbi
Present Address	:	Ad- hoc 47 Mortar Regiment, Ramu Cantt
Permanent Address	:	Vill/post -Khillbaisa, Dist -Lakshmipur
Education	:	Masters
Blood Group	:	A+ve
Name of Spouse	:	Meherun Ashraf Chanda
Spouse Profession	:	Homemaker
Children	:	Nil
Hobby	:	Sports and Music
Mobile No.	:	00-88-01769007156
Email	:	Fazlerabbi7156@gmail.com
Facebook ID	:	Fazle Rabby
Favorite Personality	:	Fm Rommel, Prophet Muhammad (SM) Bangabondhu, My Father
Favorite Quote	:	Sweat Saves Blood, Blood Saves Lives, but Brain Saves Both. -Fm Erwin Rommel

Muhammad Masud Ur Rahman

Major

Batch & ID	:	29 BMA Special Course (BA-7562)
Cadre	:	Signals
Date of Birth	:	11th December 1984
Official Address	:	Second in Command, 8 Signal Battalion, Sylhet Cantonment, Sylhet
Father's Name	:	Md Rafique Hossain
Mother's Name	:	Begum Bahar
Present Address	:	577/A, North Kafrul, Dhaka Cantonment, Dhaka
Permanent Address	:	577/A, North Kafrul, Dhaka Cantonment, Dhaka
Education	:	M.Sc. in Computer Science and Engineering Masters in Security Studies
Blood Group	:	B+ve
Name of Spouse	:	Amena Akter Chowdhury
Spouse Profession	:	Home Maker
Children	:	Muhammad Mifyaz Rahman, Mayeeda Mehnaz Rahman
Hobby	:	Travelling
Mobile No.	:	00-88-01769666606
Email	:	masud04@gmail.com
Facebook ID	:	masud 04
Favorite Personality	:	1. Prophet, 2. My Father, 3. Bangabandhu, 4. Mahatma Gandhi
Favorite Quote	:	Be the Change You Want to See in The World

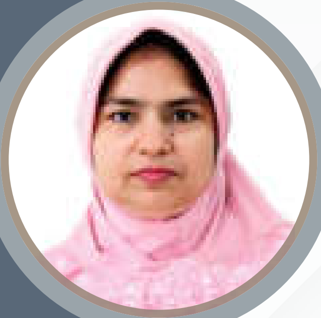

Shahana Sultana

Deputy Secretary

Batch & ID	:	24th BCS (20438)
Cadre	:	BCS (Administration)
Date of Birth	:	14th June1977
Official Address	:	Ministry of food, Bangladesh secretariate
Father's Name	:	Md Badsha Mia
Mother's Name	:	Mrs . Shamsunnahar Begum
Present Address	:	Flat: 4/B, 14/35, Sir Syeed Road, Mohammadpur, Dhaka
Permanent Address	:	Village: Adarshapara, Kashiani, Gopalgonj
Education	:	M.Sc. in fisheries
Blood Group	:	O+ve
Name of Spouse	:	Mohammad Maniruzzman sardar
Spouse Profession	:	
Children	:	Natiq Zaman; Nazib Zaman
Hobby	:	Chess, Music
Mobile No.	:	00-88-01918318038
Email	:	Shahanasultana1975@gmail.com
Facebook ID	:	shahanasultana@facebook.com
Favorite Personality	:	My Mother
Favorite Quote	:	যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে

Artistic Creativities of the Participants

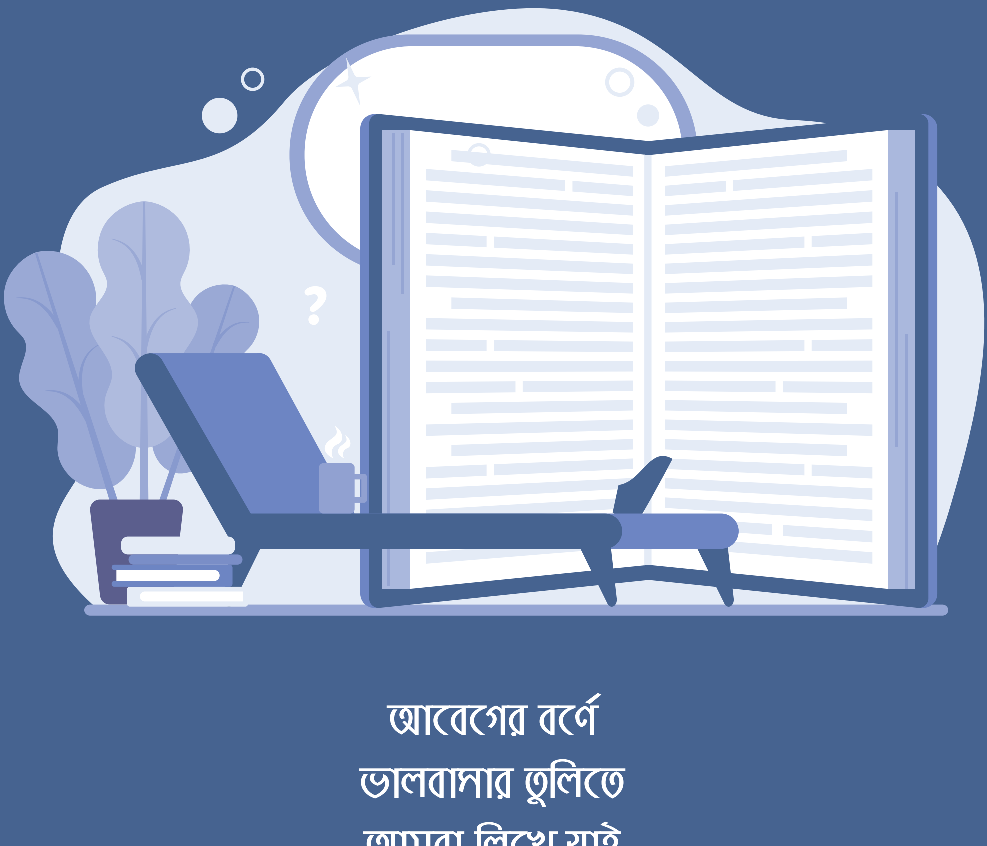

আবেগের বর্ণে
ভালবাসার তুলিতে
আমরা লিখে যাই
সৃজনশীলতার পেলব পরশে
জীবনের গান গাই।

প্রবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ:

উত্তরণের অভিযাত্রায় বিশ্ব আর্থ-সামাজিক মঞ্চে দশে দশ অবস্থান

হরিদাস ঠাকুর

উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

জাতির পিতার অসাধারণ ঐতিহাসিক নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশে বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের তথাকথিত তলাবিহিন ঝুড়ি আজ বিশ্বের উন্নয়ন বিস্ময়।

স্বাধীনতার উষালগ্নে বাংলাদেশকে নিয়ে কতই না তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। এসব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও উপহাসের প্রেক্ষিতে তৈরি হয়েছে 'তলাবিহীন ঝুঁড়ি' নামক একটি অতি অপমানজনক থিউরি। কিন্তু বাংলাদেশ সব অপবাদ ও উপহাস পেছনে ফেলে দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের মহাসড়কে। মাননীয় প্রধনিমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণকে সাথে নিয়ে গর্বিত উচ্চারণ করেছেন: 'উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছি দুর্বার/সময় এখন বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার।' এ উত্তরণের ধারাবাহিকতা বুঝতে 'বাংলাদেশ বিষয়ক তিনটি কেস' (Three Dramatic Cases of Bangladesh) নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) প্রথম কেস: টেষ্ট কেস (Test Case)

১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা দেখতে বিশ্বব্যাংকের দু'জন অর্থনীতিবিদ ঢাকা আসেন। এরা হলেন এরা হলেন নরওয়ের political economist জাস্ট ফা'ল্যান্ড (Just Faaland: January 25, 1922 – February 17, 2017) এবং জে.আর পারকিনসন (J R Parkinson)। সবকিছু দেখে তাঁরা একটি রিপোর্ট তৈরী করেন। রিপোর্টটি ১৯৭৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। Bangladesh: The Test Case of Development. এ গ্রন্থে তারা লিখলেন:

(১) বাংলাদেশ হলো উন্নয়নের প্রশ্নে পৃথিবীর কঠিনতম সমস্যা;

(২) বাংলাদেশের উন্নয়ন যদি সম্ভব হয়, তাহলে দুনিয়ার সকল দেশেই উন্নয়ন ঘটবে;

(৩) যদি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়ও, তাহলেও দু'শত বছর সময় লাগবে। (If the Problem of Bangladesh can be solved, there can be reasonable confidence that less difficult problems of development can be solved. In this sense that Bangladesh is to be regarded as the 'Test Case'.[Just Faaland and J R Parkinson: Bangladesh: The Test Case of Development, S Chand and Company Ltd. by arrangement with C. Hurst and Co.(Publishers) Ltd. London,1977, P-5].

(৪) এ গ্রন্থে আরও অভিমত ছিল: 'বাংলাদেশ হলো হাসপাতালের এমন এক রোগী যাকে চিকিৎসা দিয়ে ভালো করা যাবে না।' বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়ে লেখকবৃন্দ বলেছিলেন: দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বাংলাদেশকে পরিত্যাগ করে এমন সব দেশের দিকে হাত বাড়াতে, যাদের সাহায্য করে সুস্থ করা যাবে।' (জাতির পিতা থেকে দেশরত্ন, খালিদ মাহামুদ চৌধুরী, দৈনিক আমাদের সময়: ৪ এপ্রিল, ২০২১)

উল্লেখ্য যে, এই ফা'ল্যান্ড ছিলেন ১৯৭৩ ও ৭৪ সালে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের প্রথম আবাসিক প্রতিনিধি। ফালান্ড কিছু অনুমানের ভিত্তিতে মনে করেছিলেন যে অর্থনীতির দিকে থেকে বাংলাদেশ টিকে থাকতে

পারবে না। যেমন বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি এবং জন্ম থেকেই দেশটি সাহায্যনির্ভর, যেখান থেকে আর বের হতে পারবে না।

(২) দ্বিতীয় কেস-বাস্কেট কেসঃ (Basket Case)

বাংলাদেশকে নিয়ে হাসাহাসি করতে কারো মুখে বাধতো না। টেস্ট কেসের পর এলো বাস্কেট কেস (Basket Case) তলাবিহীন ঝুড়ি। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আহত সৈনিকরা অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতো। তাদের বলা হতো বাস্কেট কেস–(Basket Case)। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান' চিহ্নিত করতে বলা হতো বাস্কেট কেস (Basket Case)। ১৯৭১ সালে বাস্কেট কেস অর্থ প্রয়োগ হলো 'ব্যর্থ দেশ' অর্থে। আর কথাটি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারও কথাটা বলেননি। কিন্তু কথাটি তার নামেই বহুল প্রচলিত। কথাটি বলেছিলেন মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট উরাল অ্যালেকিসন জনসন। জনসন ধারণা করেছিলেন 'পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামক যে নতুন দেশটি জন্মলাভ করতে যাচ্ছে তা হবে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র (International Basket Case)।' বাস্কেট কেস (Basket Case) অপপ্রচার-টি দীর্ঘদিন চলেছিল অপ্রচারকারীদের দ্বারা। এ ধরনের মন্তব্য করেই তারা ক্ষান্ত হননি, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে পরামর্শ দেন বাংলাদেশকে কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা না করতে। তাদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের পরও বাংলাদেশ আজ বিশেষ অবস্থানে পৌঁছেছে।

উল্লেখ্য যে, সামষ্টিক অর্থনীতি বা ম্যাক্রো ইকোনমির জনক জন মেনার্ড কেইনসের অত্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন অর্থনীতিবিদ এওয়ার্ড অষ্টিন রবিনসন। তিনি ১৯৭৩ সালে ইকোনমিক প্রসপেক্টস অব বাংলাদেশ (Economic propspects of Bangladesh) নামে একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির ইমেরিটাস অধ্যাপক। অষ্টিন রবিনসনও বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী ছিলেন না। তিনি লিখেছিলেন :

> এখন যে প্রশ্নটি বারবার করা হয়, সেটি হলো বাংলাদেশ কি টিকে থাকবে? এ প্রশ্নের উত্তর অর্থনীতিবিদদের কাছে নেই। তাছাড়া একটি দেশও তো মরে যেতে পারে না। হয় সে গরিব দেশ হয়ে থাকবে বা স্থবির হয়ে থাকবে। এখন বড় প্রশ্ন হচ্ছে , অতীতে যে অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রবণতা ছিল, সেটা ধরেই কি বাংলাদেশ এগোবে, বাংলাদেশ কি গ্রহণযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে?

উপরের প্রশ্নের উত্তর যে অত্যন্ত কঠিন, সেকথা লিখেছিলেন অষ্টিন রবিনসন। তাঁর মতে:

> সে সময়ের বাংলাদেশ ছিল পাঠ্যপুস্তকে লেখা 'ম্যালথুসিয়ান ষ্ট্যাগনেশনস-এর সঠিক উদাহরণ। অর্থাৎ উৎপাদন যে হারে বাড়ছে, তারচেয়ে বেশি হারে বাড়ছে জনসংখ্যা। এর ফলাফল হচ্ছে-দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মৃত্যু ইত্যাদি।

অষ্টিন রবিনসন প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁর গ্রন্থেঃ তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী? তিনি লিখেছেন,' ১৯৭৩ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৭০ ডলার। এই মাথাপিছু আয়ের বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে গরিব ১০ দেশের একটি। এ অবস্থায় একটি ভালোমানের মাথাপিছু আয় অর্জন করতে বাংলাদেশের কত বছর লেগে যাবে, তার একটি হিসাবও দেন অষ্টির রবিনসন। যেমন মাথাপিছু আয় একবটি গ্রহণযোগ্য মানে, ৯০০ ডলারে উন্নীত করতে কত বছর লাগবে বাংলাদেশের। তিনি হিসাব দিয়ে বলেছিলেন, যদি বাংলাদেশ ২ শতাংশ হারে মাথাপিছু আয় বাড়ায়, তাহলে লাগবে ১২৫ বছর, আর ৩ শতাংশ হারে আয় বাড়লে লেগে যাবে ৯০ বছর। রবিনসন লিখেছিলেন, এটা সম্ভব যদি কেবল বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে পারে। বাংলাদেশ তা পারবে কিনা তা নিয়ে তাঁর গভীর সংশয় ছিল।

(৩) তৃতীয় কেসঃ শো কেস (Show Case)

৫০ বছর পর একটি দেশের অবস্থা কী হবে, তা হয়তো বলা কঠিন। তাছাড়া ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর, তৈরি পোষাকখাত ছিল না, প্রবাসী আয়েরও তেমন কোন প্রভাব ছিল না। এমনকি কৃষিখাতও ছিল সবুজ বিপ্লবের অপেক্ষায়। তবে ২৫ বছর বাংলাদেশ নিয়ে

অনুমান করাটা হয়তো কিছুটা সহজ ছিল। আর এ কাজটি করার চেষ্টা করেছিল বিশ্বব্যাংক।

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংক প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল ১৯৭২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। সদ্য স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ নিয়ে প্রথম যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে সেখানেও বাংলাদেশ নিয়ে হতাশার কথাই ছিল বেশি। বিশ্বব্যাংক বলেছিল, 'সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ একটি নাজুক ও জটিল উন্নয়ন সমস্যার নাম। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'পুরো পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলের মাথাপিছু আয় ছিল ৫০-৬০ ডলারের মতো এবং তা ছিল প্রায় স্থবির। এ অঞ্চলের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৫০ বছরেরও কম। বেকারত্বের হার ছিল ২০-৩০ শতাংশ। শিক্ষার হার ২০ শতাংশ। প্রকৃতি ছিল ভয়ংকর প্রতিকুল। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ নামক দেশটির টিকে থাকাই ছিল একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ।'

উপরিউক্ত কঠিন পরিস্থিতি পেরিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও উন্নয়নের শিখরে নিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার মাইলফলক সুনির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে। এগুলো হলো-

(১) ২০২১ সাল : ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশ;
(২) ২০২১ সাল : উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের স্বীকৃতি লাভ;
(৩) ২০৩০ সাল: এসডিজির জাংশন অতিক্রম;
(৪) ২০৪১ সাল: উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ;
(৫) ২০৭১ সাল: বিশ্বের বুকে অনুকরণীয় অবস্থানে গমন;
(৬) ২১০০ সাল: বদ্বীপ পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণতকরণ;

এ উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশের অভিধা প্রাপ্তি হচ্ছে-

(১) সোনালী উন্নয়ন বিস্ময়;
(২) রোল মডেল;
(৩) গোল্ডেন সারপ্রাইজ;
(৪) ইমার্জিং টাইগার;
(৫) উন্নয়ন উদাহরণ;

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর নেতিবাচক অর্থনীতি নিয়ে বিশ্বের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছিল বাংলাদেশ। তলাবিহীন ঝুড়িসহ উপাধি পাওয়া দেশটি ৫০ বছর পর বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল হয়েছে। বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দশে দশে অবস্থান এখন আমাদের গর্বের বিষয়।

উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিশ্ব উন্নয়ন মঞ্চে বাংলাদেশের দশে দশ অবস্থান পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো।

ক্র:নং	অবস্থান	বিষয়	বিবরণ	উৎস
		আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৯২তম দেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ।		
১	প্রথম	পদ্মা সেতু নির্মাণে তিনটি প্রথম অবস্থানের রেকর্ড	পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু। পানি প্রবাহের দিক থেকে অ্যামাজানের পর পদ্মা নদীই বিশ্বেও বৃহত্তম।কারিগরি ও প্রাকৃতিক বাধা জয় কওে নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু শুধু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রতীক নয়, সেতুটি অভূতপূর্ব। প্রমত্ত পদ্মায় সেতু নির্মাণের ফলে তিন-তিনটি বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো হলো: (১) পদ্মা সেতুতে পিলারের সংখ্যা (খুটি) ৪২টি। দুটি পিলার নদীর দুই তীরে। বাকি ৪০টি নদীর পানিতে। পিলার নির্মাণে ৯৮ থেকে ১২২ মিটার গভীর পাইলিং করা হয়েছে, যা বিশ্বরেকর্ড। কোনো সেতু নির্মাণে এত গভীর পাইলিং করা হয়নি। পদ্মা সেতুর পাইলগুলো তিন মিটার ব্যাসার্ধের। অন্য কোনো সেতুর পাইলের ব্যাসার্ধও এত নয়। পদ্মা সেতুর প্রতিটি পাইল ৫০ মিলিমিটার পুরু স্টিলের পাইপে মোড়া। হাইড্রোলিক হ্যামারের মাধ্যমে পিটিয়ে পাইল পাইপগুলো নদীতে পোঁতা হয়েছে। বিশ্বে কোনো সেতু নির্মাণে এত গভীরে স্টিল পাইপ পুঁততে হয়নি। (২) পদ্মা সেতু আরেক বিশ্বরেকর্ড গড়েছে বিয়ারিংয়ের ক্ষমতায়। পিলার ও সেতুর নীচের অংশের (লোয়ার ডেক) পাটাতনের মাঝে রয়েছে ১০ হাজার টনের 'ফ্রিকশন পেন্ডুলঅম বিয়ারিং'। এত শক্তিশালী বিয়ারিং পৃথিবীর আর কোনো সেতুতে নেই। বিয়ারিং সক্ষমতার কারণে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পেও টিকে থাকবে পদ্মা সেতু। (৩) পদ্মা সেতু নির্মাণে নদীর দুই তীরে ১৪ কিলোমিটার তীর বাঁধানো হয়েছে। প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে নদীশাসনে। এত বেশি ব্যয় আর কোনো সেতু তৈরির নদীশাসনে করতে হয়নি। নদীশাসনে ১ কোটি ৩৩ লাখ কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। সাড়ে চার কোটি জিও ব্যাগভর্তি বালুও ফেলা হয়েছে।	দৈনিক সমকাল: ২ জুন ২০২২
		ইলিশ উৎপাদন	ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম।	
		জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী	জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।	
		কাঁঠাল উৎপাদন	কাঁঠাল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম।	(দৈনিক সমকাল: ০৩এপ্রিল ২০২১)
		বিশ্বসেরা এনজিও	ব্র্যাক বিশ্ব সেরা এনজিও। জেনেভা ভিত্তিক স্বাধীন গণমাধ্যম সংস্থা 'এনজিও এডভাইজার' এ তালিকা প্রকাশ করেছে। উদ্ভাবনশীল পদক্ষেপ, জবাবদিহিতামূলক সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং কর্মকান্ডের প্রভাব ও কার্যকর পরিচালনা পদ্ধতির গবেষণা করে বিশ্বের ৫০০ অলাভজনক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার তালিকা করে সংস্থাটি। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক ১১টি দেশে মাইক্রোফিন্যান্স, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন , কৃষিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে বিশ্বের বৃহত্তম এনজিও হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।	(আমাদের সময়: ২৭/০৩/২০১৮)

ক্র:নং	অবস্থান	বিষয়	বিবরণ	উৎস
		বিশ্বের সর্ববৃহৎ বার্ণ ইন্সটিটিউট এখন বাংলাদেশে	'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল বার্ন এণ্ড প্লাষ্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউট' নামের বিশ্বের সর্ববৃহৎ এ ইন্সটিটিউটে আছে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, ৫৪টি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটম ১২টি অপারেশন থিয়েটারসহ অত্যাধুনিক সুবিধাসংবলিত জরুরী বিভাগ।	(কালের কণ্ঠঃ ২৪/১০/২০১৮)।
		পাট রপ্তানী	পাট রপ্তানীতে বাংলাদেশ প্রথম।	দৈনিক প্রথম আলো: ২৭ মার্চ ২০২১
		ওষুধ রপ্তানী	স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে ওষুধ রপ্তানীতে বাংলাদেশ প্রথম।	দৈনিক সংবাদ: ১৭ ডিসেম্বও ২০২১
২	দ্বিতীয়	পাট উৎপাদন	বাংলাদেশ পাট উৎপাদনে ২য়। প্রথম ভারত	
		গার্মেন্টস শিল্প	পোষাক রপ্তানীতে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে।	
		ছাগলের দুধ উৎপাদন	ছাগলের দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশ দ্বিতীয়।	দৈনিক প্রথম আলো: ২৭ মার্চ ২০২১
		অনলাইন শ্রম সরবরাহকারী দেশ	বিশ্বের অনলাইনভিত্তিক শ্রমবাজারের ১৬ শতাংশ এখন বাংলাদেশের দখলে। এছাড়া বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অনলাইন শ্রম সরবরাহকারী দেশ।	(বাংলাদেশ প্রতিদিন: ০৭/০৭/২০২১)
		আউট সোর্সিং	(ক) প্রথম ভারত (২৪%); দ্বিতীয় বাংলাদেশ (১৬%); তৃতীয়-যুক্তরাষ্ট্র (১২%)।	(ইত্তেফাকঃ ২০/১০/২০১৮)
৩	তৃতীয়	স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন	বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে।	
		চাল উৎপাদন	চাল উৎপাদনে তৃতীয় বৃহত্তম উৎপাদক দেশ বাংলাদেশ।	(বাংলাদেশ প্রতিদিন: ১৫/০৫/২০২০)
		রসুন উৎপাদন	রসুন উৎপাদনে বাংলাদেশে বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী।	
		পেয়াজ উৎপাদন	পেয়াজ উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীতে তৃতীয়। কিন্তু আমদানীতে প্রথম।	কালের কণ্ঠ: ০৪/০৩/২০২২
		সবজি উৎপাদন	আয়তনে বিশ্বের ৯২তম দেশ হয়েও সবজি উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ।	
৪	চতুর্থ	ধান উৎপাদন	হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনে বৈশ্বিক গড় পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। শুধু ধান নয়, গম ও ভুট্টা উৎপাদনেও বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।	
		ছাগল উৎপাদন	ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীতে চতুর্থ।	
৫	পঞ্চম	করোনা সামলে উঠা	করোনা সামলে উঠার ক্ষেত্রে যে দেশগুলো সবচেয়ে ভালো করছে, সে তালিকায় বাংলাদেশ বিশ্বে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। আর দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।	বাংলাদেশ প্রতিদিন: ০৮ মে ২০২২
৬	ষষ্ঠ	অভিবাসন	অভিবাসনের দিক থেকে ২০২০ সালে বাংলাদেশ বিশ্বে ষষ্ঠ অবস্থানে ছিল।	(দৈনিক প্রথম আলো: ০৩ ডিসেম্বর ২০২১)।
৭	সপ্তম সপ্তম	আলু উৎপাদন	বাৎসরিক উৎপাদন ০.৮৩ কোটি টন। বছরে বাংলাদেশের জনগণ গড় আলু খায় ২৩ কেজি। এশিয়ায় আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয়। প্রথম ভারত; দ্বিতীয় চীন। গত পাঁচ বছর আগেও বাংলাদেশ আলু উৎপাদনে প্রথম ২০টি দেশের তালিকাতেও ছিল না।	

ক্র:নং	অবস্থান	বিষয়	বিবরণ	উৎস
		আম উৎপাদন	বাংলাদেশ আম উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম।	
		ডাটা সেন্টার	বিশ্বের সপ্তম বৃহৎ ডাটা সেন্টার বাংলাদেশে।	আমাদের সময়:
		প্রবাসী আয়	প্রবাসী আয়ের দিক থেকে ২০২১ সালে বাংলাদেশ ছিল সপ্তম স্থানে।	(দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন: ১৪ মে ২০২১)।
৮	অষ্টম	পেয়ারা উৎপাদনে	বাংলাদেশ পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম।	
		বাইসাইকেল রপ্তানী	গোটা বিশ্বে বাইসাইকেল রপ্তানীতে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। আর ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাইসাইকেল রপ্তানীতে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।	দৈনিক প্রথম আলো: ১২ জুলাই ২০২১
৯	নবম	চা উৎপাদন	লণ্ডনভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল টি কমিটি' প্রকাশিত প্রতিবেন অনুযায়ী 'চা উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ নবম।'	
		নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বের ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম।	দৈনিক প্রথম আলো: ১৪ জুলাই ২০২১
		শীর্ষ ফেসবুক ব্যবহারকারী দেশ	বাংলাদেশ বিশ্বের নবম ফেসবুক ব্যবহারকারী দেশ। (ব্যবহারকারীর সংখ্যা: ৪৮ মিলিয়ন)	ফেসবুক
১০	দশম	মোবাইল ফোনের গ্রাহক বৃদ্ধি	মোবাইল ফোনের গ্রাহক বৃদ্ধিতে বিশ্বে দশম বাংলাদেশ	
		শীর্ষ দেশীয় ফল উৎপাদন	বিশ্বের শীর্ষ দেশীয় ফল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ১০ম।	

রাজনীতির কবি–উন্নয়ন শিল্পী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ বিশ্বের বুকে এক বিস্ময় জাগানিয়া ম্যাজিকের নাম। এর প্রমাণ আমরা পাই বিশ্বের উন্নত দেশের জনগণ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের 'বাংলাদেশের উন্নয়ন ম্যাজিক'–এর প্রতি আগ্রহ দেখে। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে আমরা এর দ্যোতনা দেখতে পাই:

> বিশ্ব দেখছে বাংলাদেশ ম্যাজিক। টাইগার ইকোনমির অগ্রযাত্রা নিয়ে বিস্ময়, আগ্রহের কেন্দ্রে সোনার বাংলার ম্যাজিক অগ্রগতি: আধুনিক বিশ্বের অন্যতম কারিগর জাপানে মে মাসে সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। টোকিওতে শীর্ষ বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে অবাক করে দেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। একেবারে প্রথম দেখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জানতে চান, 'বাংলাদেশের সাফল্যের ম্যাজিটটা কী?' প্রধানমন্ত্রী জবাবে খানিকটা রসিকতার সুরে বলেন, 'ম্যাজিকতো সবার সামনে বলা যাবে না। পরে কোনো একান্ত বৈঠকে জানাব। দেড় মাসের মাথায় প্রায় একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয় চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সোনার বাংলাদেশের বিস্ময়কর অগ্রযাত্রার রহস্য জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।[১]

উন্নয়ন বিস্ময় এই 'বাংলাদেশ ম্যাজিক'–ই 'বিশ্বের অনেক দেশ'কে বঙ্গবন্ধুর 'বাংলাদেশ' হওয়ার প্রেরণা জোগাচ্ছে– এটাই এখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা এবং ইতিহাসের এক অমোঘ আলোকযাত্রা।

[১] দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা: ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯

স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু কথা

জুহরা খাতুন
উপসচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম হলো স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে, মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে না। হযরত মুসা (আ:) মহান আল্লাহ তায়ালাকে প্রশ্ন করেছিলেন, হে আল্লাহ, আপনি যদি আমার জায়গায় থাকতেন, তবে সৃষ্টিকর্তার কাছে কী চাইতেন? সৃষ্টিকর্তা উত্তর দেন সুস্থতা, সুস্থতা সবচেয়ে বড় নিয়ামত। একজন অসুস্থ ব্যক্তি অন্যের বোঝাস্বরূপ হয়ে যান, সাথে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। তাই একটি দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তথা স্বাস্থ্যনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার স্বাস্থ্যনীতির যদি যথাযথ প্রয়োগ না থাকে, তবে অর্জন হবে না কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। এক্ষেত্রে বিশ্বের ০২ (দুই) টি দেশের চমৎকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভুটান। প্রায় আট লাখ জনসংখ্যার ১৪ হাজার ৮২৪ বর্গমাইলের দেশ ভুটান। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ ভুটান। মাথাপিছু আয় ৩,২০০ মার্কিন ডলার। ভুটানকে সুখী মানুষের দেশও বলা হয়। ভুটানে আছে সুখ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস এর ভিত্তিতে সুখ পরিমাপ করা হয়। শুধু তাই নয়, ভুটানকে কার্বন নেগেটিভ দেশও বলা হয়। দেশের ৬০ শতাংশ এলাকা বনভূমি দ্বারা আবৃত। ভুটানে নেই কোনো বেসরকারি হাসপাতাল, সবই সরকারি হাসপাতাল। ভুটানে কোনো মেডিক্যাল কলেজ নেই; তাদের শিক্ষার্থীরা ভারত, বাংলাদেশ, আমেরিকা, ইউরোপ থেকে পড়ে দেশে ফিরে যায়। তবে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে। নার্সিং শিক্ষায় ভুটান অনেক এগিয়ে। বলা হয়ে থাকে ভুটানি নার্সদের স্ট্যান্ডার্ড ইউরোপের সঙ্গে তুলনীয়। ২০ শতাংশের মত বিদেশি ডাক্তার এখানে কাজ করে, ৮০ শতাংশ ভুটানের ডাক্তার। ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং বাংলাদেশের ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জন করে পরবর্তীতে এফসিপিএস করেছেন বাংলাদেশ থেকে। ভুটানের নাগরিকরা সবরকম চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকেন বিনামূল্যে। যেসব রোগীদের চিকিৎসা ভুটানে হয় না, সেসব রোগীদের ভারতে পাঠানো হলে সে খরচও সরকার বহন করে। নিজেদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার ব্যাপারে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অ্যালকোহল বৈধ হলেও তামাক বিক্রি সেখানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন ট্যুরিস্ট যদি সিগারেট নিয়ে বর্ডারের ভিতর ঢুকতে চায়, তাহলে তাকে বিশাল অংকের খরচ বহন করতে হয়। সেখানে কেমিক্যাল দ্রব্য আমদানি করে ফসলের ফলন বাড়ানোর কোন আইনই নেই। তাই এখানকার সবই প্রাকৃতিক ও খাঁটি। করোনা মহামারীর সময় ভুটান তার অভূতপূর্ব সফলতা দেখায়। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে তারা সবচেয়ে বেশি করোনার টেস্ট সম্পন্ন করেছে। সীমান্তে প্রথম থেকেই কঠোর নজরদারি বজায় রেখেছিল। যেখানে করোনা ভাইরাস সামরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ও ধনী দেশগুলোকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, সেখানে ভুটান একটি মডেল।

কিউবা, ফিদেল কাস্ত্রোর দেশ-জনসংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখ, আয়তন ১, ১০,৮৬০ বর্গ কি.মি.। কিউবার সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যনীতি সারা বিশ্বের কাছে অনুকরণীয়। স্বাস্থ্যখাতে মাথাপ্রতি ৪৩১ মার্কিন ডলার খরচ করে কিউবার শিশু মৃত্যুহার এখন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কম, গড় আয়ু যুক্তরাষ্ট্রের সমান। অথচ যুক্তরাষ্ট্র স্বাস্থ্যখাতে মাথাপ্রতি খরচ করে সাড়ে আট হাজার ডলারের বেশি। কিউবার সরকার সকলের জন্য বিনামূ-ল্য স্বাস্থ্যসেবা দেয়। কিউবাতে বর্তমানে ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার। প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য আট জন ডাক্তার, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য ডাক্তার রয়েছে আড়াই জন।

কিউবার মূল লক্ষ্য হচ্ছে রোগ আসার আগেই রোগকে ঠেকিয়ে দেওয়া। বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষণের তথ্য সন্নিবেশ করে চিকিৎসকেরা নির্ধারণ করে কোন নাগরিক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে। সেখানে রয়েছে চার স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা। প্রথম স্তর হলো কমিউনিটি ক্লিনিক। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বৃত্তে প্রতি ১৫০ পরিবারের জন্য থাকে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক। ডাক্তার, নার্স ছাড়াও মেডিক্যাল স্টুডেন্টদের তিন বছর দেশের কোন একটি কমিউনিটি ক্লিনিকে কাজ করা বাধ্যতামূলক। প্রতিদিন সকালে কমিউনিটি ক্লিনিকে বসে আউটডোর। বিকেলে ঐ ভৌগোলিক বৃত্তে মেডিক্যাল টিমের ফিল্ড ভিজিট, ক্রনিক রোগীদের চেকআপ, আর সপ্তাহান্তে কমিউনিটি ক্লিনিকের জরুরী রোগীদের নিয়ে মেডিক্যাল টিম যায় পলিক্লিনিকে চিকিৎসা পরিষেবার ২য় স্তর। প্রতিটি পলিক্লিনিকের আওতায় ২০-৪০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক থাকে। কিউবার ৯৫% চিকিৎসা কমিউনিটি ক্লিনিক কিংবা পলিক্লিনিকে সীমাবদ্ধ। বাকি ৫% এর জন্য আছে ১৫০ টি ন্যাশনাল হসপিটাল, ১৪ টি মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার এবং বিশ্ববিখ্যাত মেডিক্যাল স্কুল– এনাম। পলিক্লিনিক মানে অত্যাধুনিক প্যাথলজি, এক্সরে, আল্ট্রাসাউন্ড, অপ্টোমেট্রি, এন্ডোস্কোপি, ম্যাটারন্যাল চাইল্ড কেয়ার, ডায়াবেটিক, পেডিয়াট্রিক্স, গাইনোকোলজি, কার্ডিওলজি সহ ২২ টি জরুরী পরিষেবা। পলিক্লিনিকে জরুরী পরীক্ষায় যদি দেখা যায় আপনার সংক্রমণ গুরুতর এবং অচিরেই ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন পড়তে পারে তাহলে স্থানান্তরিত করা হবে হসপিটাল কিংবা মেডিক্যাল স্কুলে। কিউবাতে দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে রেখেছিল। তারপরও কিউবা স্বাস্থ্য খাতে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। কিউবার অনেক স্বাস্থ্যকর্মী বিভিন্ন দেশে কাজ করছে।

এখন আসা যাক বাংলাদেশের কথায়। বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। আয়তন ১,৪৮,৪৬০ বর্গকিলোমিটার। আমাদের দেশের তাই প্রথম নজর দেওয়া উচিত জনসংখ্যা কমানোর দিকে। জনসংখ্যা যতই দক্ষ হোক না কেন, যতই বাইরের দেশে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে রপ্তানি করা হোক না কেন, দিন শেষে জনসংখ্যা বেশি হলে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ দু:সাধ্য হয়ে পড়ে। তারপর নজর দিতে হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে। এই দুই খাতে পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে পারলে অন্যান্য খাতে সফলতা ক্রমান্বয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। প্রতিকারমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় না যেয়ে কিউবার মত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে একদিকে যেমন চিকিৎসা ব্যয় কমে আসবে, অন্যদিকে দেশের অধিকাংশ জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পুরোপুরি বিনামূল্যে সম্ভব না হলে অর্ধেক মূল্যে সকল নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা যেতে পারে। সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা আমাদের দেশে অপ্রতুল। আবার সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় লোকবলের ঘাটতি রয়েছে। প্রতি উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আর প্রতি জেলায় জেলা সদর হাসপাতালের সক্ষমতা বাড়াতে হবে কয়েকগুণ। ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতায় যতজন নাগরিক রয়েছে তাদের সবার জন্য প্রণয়ন করা যেতে পারে স্বাস্থ্য কার্ড। সকলের স্বাস্থ্য কার্ডের তথ্য জাতীয় ডেটাবেইজে সংরক্ষিত থাকবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কার্ডধারীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা যেতে পারে, যাতে করে রোগের প্রাথমিক পর্যায়েই তা সনাক্তকরণ সম্ভব হয়। পাশাপাশি রোগীদের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে। অ্যালোপ্যাথির বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বহাল থাকতে পারে। আমরা যদি যুগোপযোগী শিক্ষার সাথে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারি, তবেই দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠবে।

করোনা মহামারি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে একা একা ভালো থাকা সম্ভব না। কাজেই আমজনতার কথা ভেবে স্বাস্থ্য সেবাকে সুলভ করতে হবে। দেশের বড় অংশ যদি পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে, তবে পুরো দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে পেছনের সব ব্যর্থতাকে ফেলে রেখে। সর্বোপরি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যেতে হবে।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট ।

Article

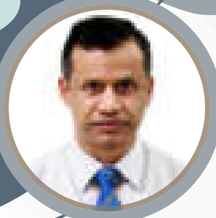

Child labour in Bangladesh

Dr. Mohammad Abdul Kader
Deputy Secretary
Ministry of Labour and Employment

Child labour is a social phenomenon that is commonly witnessed in all least developed and developing countries. It has become an issue of serious concern in Bangladesh. In response to achieving SDGs, Bangladesh has set a target to eliminate child labour by 2025. Bringing them to school from work places is consistently getting more importance. Different NGOs along with government agencies are persistently working towards eliminating child labour. Department for Inspection of Factories and Establishment (DIFE) under the Ministry of Labour and Employment (MoLE) is giving special emphasis on this issue. While DIFE's focus is generally limited to formal industrial sectors, engagement of child labour in informal sectors is eventually remaining out of its endeavour to address. Hence, addressing this social problem seems realistically to be a challenging task.

Child and child labour have been clearly defined in official documents. The Children Act, 2013 defines child as any person under 18 years old (section 4). The 1999 International Labor Organization Convention on the Worst Forms of Child Labor defines a child as an individual under the age of 18 years. According to the UNICEF, the United Nations Children's Fund, defines child labor as work that exceeds a minimum number of hours, depending on the age of a child and on the type of work. For children aged 5 to 11, this would include at least one hour of economic work and 28 hours of domestic work per week. For the 12 to 14 age group, this would include at least 14 hours of economic work or 28 hours of domestic work per week and for children aged 15 to 17, child labor occurs when a child works at least 43 hours of economic or domestic work per week. According to the ILO, the term child labour refers to work that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children and interferes with their schooling by depriving them of the opportunity to attend school, obliging them to leave school prematurely or requiring them to attempt to combine school attendance with excessively long and heavy work.

Bangladesh is gradually developing even with a large portion of children group engaged in working sector without attending the school. But it is posing a great hindrance to development, as day by day the number of working children is alarmingly increasing. They are getting involved in all sorts of work: industrial, agriculture, construction and many hazardous works. Among them large portion of children (46%) are engaged in agriculture sector, 36% are in service and 19% in industry work. Among these three sectors, the proportion of boy and girl workers is equal in agricultural sector, while in service sector girl workers are lower than boy workers and in industry sector girl workers are higher than boy worker.

Child Domestic Labour is one of the most common forms of child labor. Traditionally, more girls are employed in domestic service than in any other forms of work. According to ILO estimation, there are approximately more than .4 million child domestic workers between the ages of 6-17 year in Bangladesh of which 78 percent are girls. It is alleged that

child domestic workers often become victims of torture including severe atrocities that may lead to fatal injury and may even lead to their death. Torture ranges from beatings, slapped, kicked, punched, pulled by their hair or addressed in vulgar and obscene languages, hitting the head on the wall, burning by cigarette or any other metal things, non-payment of salary and rape.

In the Bangladesh Labour Act, 2006 as many as 44 categories of work have been identified as hazardous works for children, in which engaging children are prohibited. Most of the hazardous works for children are provided in battery recharging/recycling Sector, welding Sector, ship breaking industry, road transport sector, automobile establishment and tannery. Besides government's intervention to eliminate child labour from these sectors, significant portion of child labour is said to still have been engaged.

Additionally, Bangladesh is considered to have the child labour problem especially in the RMG sector. Nearly all the child labor in export industries is found in the garment sector. It is reported that most of the children are girls with an average age of just over 13 years. Garments owners prefer girls under 15 years because they work for less, and are more likely to be unmarried with no children or domestic responsibilities. However, the concerning fact is that there is no paid leave for holidays, and salary is deducted if the child is absent, or for unproductive periods due to load shading electricity and temporarily production goes out. Most child workers do not use protective gear and have no concept on occupational health and safety issues. As a result, they are suffering serious injuries and sometimes death in the workplaces.

Given the stated scenario of child labour in Bangladesh, there remains a challenge for the government to achieve SDGs for sustainable development. The fact is that while important achievements in the fight against child labour continue to be made in Bangladesh, some 1.2 million children are still trapped in its worst forms, according to the latest National Child Labour Survey report, published in 2015. Besides government's initiative, ILO has been also working to eliminate child labour in Bangladesh since 1994 through its International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). In addition to government counterparts, IPEC has worked with employers and workers organizations, research organizations and academics, civil society actors as well as a wide range of NGOs to implement various projects and activities. About 75,000 child labourers have directly benefited from these interventions.

Bangladesh government has made a critical policy intervention through inclusion of child labour issues in policy documents. The 2010 National Child Labour Policy and the national plan of action to implement the policy over the period 2012-2016 is worth mentioning. The Domestic Worker's Protection and Welfare Policy, 2015 has set a minimum age for child domestic workers paving the way to address the issues of thousands of child domestic workers in the country. Ratification of ILO 138 convention by Bangladesh on 20 March 2022 concerning the minimum age for admission to employment is another very critical policy intervention. Hence, the government of Bangladesh is working in collaboration with all concerned stakeholders to eliminate child labour within a time bound manner in the light of the sustainable development goals.

Article

On the way to Vision-2041

Journey with Prudent & Visionary Leadership

Shafiul Alam

Deputy Secretary, Health Services Division

Ministry of Health and Family Welfare

Historical Background: Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, had always been aspirant of achieving a ‘Golden Bengal,’ free from poverty and hunger, corruption, exploitation, and deprivation. He envisioned Bangladesh to be, beyond its economic progression, wealth, and prosperity, a nation that would be recognized as a torch bearer for peace, democratic values, tolerance, courage, secularism, and, above all, harmony. Bangabandhu’s political ideologies have been reflected in the four principles of the state adopted our constitution: Nationalism, Democracy, Secularism, and Socialism. Bangabandhu’s vision was to build a ‘Sonar Bangla’ by bringing smiles to the faces of the poor, deprived, distressed and backward people.

On coming to power after long 21 years, Prime Minister Sheikh Hasina left the Post-1975 legacy of slow growth behind and set examples of success in national and social spheres. This has been possible only due to the prudent and dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Since then, she has been working relentlessly to formulate and execute her vision to build a prosperous and developed Bangladesh. The new government brought back the spirit of the liberation war in all spheres of life besides speeding up economic development. Since then, during 1996-2001 and the current tenure from 2009 till date, Governments steps towards Sonar Bangla. Bangladesh is now a role model for developing countries worldwide. From attaining millennium development goals before its targeted tenure to settling international maritime boundaries by peaceful means, Bangladesh has maintained its commitment to sustainable development and aspire to achieve a developed country's status by 2041.

Digital Bangladesh: The Word “Digital Bangladesh” comprises ensuring people's democracy and human rights, transparency, accountability, establishing justice and ensuring delivery of government services to the citizens of Bangladesh through maximum use of technology. The government further emphasized on the four elements of “Digital Bangladesh Vision” which are human resource development, people involvement, civil services and use of information technology in business that was Political commitment of Present Government that was included in Election Manifesto in 2008. The Vision 2021 is an articulation of where this nation needs to be a middle-income country in the year 2021 which marks the 50th anniversary of Bangladesh's independence as well as Birth Centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The main goal is for Bangladesh to become a middle-income country where poverty will be eradicated.

Eighth Five Year Plan (July 2020-June 2025): Perspective Preparation of the Eighth Five Year Plan took at a time when the unforeseen and unprecedented global pandemic COVID-19 struck Bangladesh from around March 2020. Millions have been infected, and hundreds of thousands have died around the world. It has affected health, GDP, employment, poverty, trade, etc. This includes private investment climate, export diversification, and domestic job creation.

SDGs Implementation: Out of the 17 SDGs, Bangladesh has made considerable progress. The proportion of the population living below the national poverty line was 20.5 percent in

2019 instead of 31.5 percent in 2010. Similarly, the trends of social protection coverage rose to 58.1 percent in 2019 compared to 24.6 percent in 2010. In terms of adolescent and reproductive health and Quality Education, the government has achieved remarkable progress for enhancing human capability and fostering socioeconomic development so that no one remains left behind. The Expert Civil Service Team, Government of Bangladesh has been implementing various governance-related initiatives to build accountable government institutions and Transforming combat corruption in public services. Some initiatives have taken to ensure social accountability that is Annual Performance Agreements (APAs), Citizen Charters, National Integrity Strategy (NIS), Right to information act, and Grievance Redress System (GRS), etc.

Challenges:

- Ensure good governance at all level & Combat Corruption and anomalies;
- Poor-inclusive macro-economy and need to ensure Macroeconomic stability;
- Eradicating poverty from all spheres of society Transforming the Dream into Reality;
- Developing human capital through quality education and harnessing the demographic dividend;
- Maintaining sustainable agriculture for food security and rural development;
- Industrialization, export diversification, and employment generation;
- Ensuring sustainable power and energy;
- Creating an innovation economy through fostering ICT and scientific research;
- Building transport and communication infrastructure for sustained rapid growth;
- Managing the urban transition to a high-income economy;
- Ensuring a sustainable environment, creating a climate-resilient nation, and unlocking the potential of the blue economy.

In the above circumstances, It may be mention here that, 'The Perspective Plan 2041' emphasizes sustainable, shared, and poverty-reducing development, which has five crucial ingredients viz (i) a foundation of law; (ii) a supportive policy environment, including macroeconomic stability; (iii) investment in people and infrastructure; (iv) protection of the vulnerable, and (v) protection of the natural environment. It may be conclude here that, Good Governance, Rule of Law, Combat of Corruption, Skilled & Efficient Manpower with ethics and Morality, Stop Misuse and Abuse of Money, Best and alternative use Resources and above all, Right Man in Right position shall be ensure alongwith the spirit of our great war of liberation in everyday life that can make a Smart, Sustainable and Developed Sonar Bangla.

References:

1. Bangladesh at Proud-50; Realization of Dreams Through Humane and Patriotic Leadership,2021; Ministry of Finance and Ministry of Planning, GOB
2. GoB, 2020, Bangabandhu's Development Philosophy: Guiding Principles of Bangladesh's Economic Diplomacy, ERD, M/O Finance.
3. GoB, 2020, The Eighth Five Year Plan: Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness, Dhaka: Planning Commission, Ministry of Planning
4. www.google.com
5. https://bn.m.wikipedia.org>wiki

[*Mohammed Shafiul Alam, (Deputy Secretary), Deputy Director, NGO Affairs Bureau, Prime Minister's Office]

পদ্মা সেতুতে আনন্দ ভ্রমণ

একটি পদ্মা সেতু-তিনটি বিশ্বরেকর্ড এবং আমাদের আত্মবিশ্বাস

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও আয়োজনে বিগত ৩ জুলাই,২০২২ তারিখে এসিএডি কোর্সের পক্ষ থেকে আমরা স্বপ্নের পদ্মা সেতু পরিদর্শন করতে যাই। সকল প্রশিক্ষণার্থী একটি আনন্দমুখর পরিবেশে সকাল আটটায় রওনা দিলাম স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদেশ্যে। হাসি আনন্দমুখর পরিবেশে বাস এগিয়ে চললো পদ্মা সেতুর দিকে। বাসে উঠে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি কবিতা ভেসে উঠলো সকল বন্ধুদের স্মরণ করে। অনবদ্য এ কবিতাটি লিখেছেন উপসচিব হরিদাস ঠাকুর। সদাহাস্যময় গাউছুল আজম কবিতাটি সকলের উদ্দেশ্যে পাঠ করে শোনালেন। হাসি আনন্দে সবার মনে উদ্বেল:

পদ্মা সেতু যাচ্ছি আমরা
সবার মনে সুখ
হাসছে গাউছ চিকন হাসি
ফুলছে তাহার বুক।
সিডি মোদের জহির স্যার
এদিক ওদিন চান
সিএমটির জাকিয়া মাছুমা
আজ গাইবেন গান।
রাব্বি হাসে চওড়া হাসি
মাসুদ কেবল চায়
সাখাওয়াত আর জহিরুল মিলে
কী যেন কী পায়।
আশরাফুল আর আশরাফুর
একসাথে তো বসে
মমিন আর মিজান মিলে
মিলের অঙ্ক কষে।
কাদের ভাই ধীরে ধীরে
গাড়ির পানে ধায়
জুলফিকার ভাই মিষ্টি হেসে
কী যেন কী চায়।

আজীজ আর শহিদ দুজন
মানিকজোড়ের মিল
সফিউল তো সুন্দর মোদের
নীল আকাশের চিল।
রেজাউল বন্ধু মোদের
বুদ্ধিজীবীর প্রাণ
সাইফুল তো সুবোধ বালক
মিষ্টি হাসির ঘ্রাণ।
কুলপ্রদীপ সাঁতার গুরু
পদ্মা পাড়ি দেবে
আমি ঠাকুর ভর্তা বেঁচি
কে কে বলো নেবে?
জহুরা আর শাহানা তো
বোন আমাদের মিষ্টি
সবার মনে দেখছি আজ
আনন্দের বাণ বৃষ্টি।
পদ্মা সেতু মারছে ঝিলিক
সবার মনের মাঝে
থাকবে স্মৃতি সারাজীবন
সকাল সন্ধ্যা সাঝে।।

সকলে শিহরিত হয়ে আমরা এলাম পদ্মা সেতুর প্রান্তে। টোল দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলছে সেতুর দিকে। মনের মাঝে এক প্রকার আনন্দ অনুভূতি। নববধুর মতো শিহরিত হচ্ছি আমরা। গাড়ি সেতুতে উঠলো। আমরা সকলে বাচ্চা ছেলেমেয়ের মতো জানালা দিয়ে উঁকি মারছি। মোবাইল খুলে সকলে ছবি তুলতে ও ভিডিও করতে ব্যস্ত হলাম। আট মিনিটে পার হলাম স্বপ্নের পদ্মা সেতু। এক সময় কত সময় ও শ্রম ব্যয় হতো এই প্রমত্ত পদ্মা পার হতে। আজ আমরা পেরিয়ে এলাম মাত্র আট মিনিটে। পদ্মা সেতুর অপর প্রান্তে আমরা বাস থেকে নামলাম। মেজর রাব্বির বন্ধু শেখ হাসিনা সেনানিবাসের দায়িত্বে আছেন। তিনি আমাদেও স্বাগত জানালেন। আমরা নেমে রাস্তার উপরেই ছবি তুললাম।

পরের গন্তব্য ভাঙ্গা মোড় । নামে ভাঙ্গা হলেও এখন অসাধারণ সৌন্দর্যের এক নান্দনিক দৃশ্যপট । পুরাতন ভাঙ্গার সাথে নতুন এই ভাঙ্গার কোনো মিল নেই । ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তা অত্যাধুনিক-অসাধারণ দৃশ্য । ডিজিটাল বাংলাদেশের এক অনবদ্য প্রচ্ছদপট এই ঢাকা মাওয়া সড়ক এবং এর মৌল কাঠামো স্বপ্নের পদ্মা সেতু । আমরা ভাঙ্গা উপজেলা পরিষদে কিছুক্ষণ কাটালাম । অনেকে ফ্রেশ হলেন । উপজেলা নির্বাহী অফিসার আজিম উদ্দিন আমাদের চমৎকারভাবে আপ্যায়ন করলেন । আবার ফিরে এলাম পদ্মা সেতুতে । মাওয়া প্রান্তে এসে আমরা 'শখের হাঁড়ি' রেস্টুরেন্টে দুপুরের লাঞ্চ করলাম ইলিশ ভাজি, ভর্তাসহ । হইচই করে উপভোগ করলাম আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু ভ্রমণ ।

পদ্মা সেতু ভ্রমণ আমাদের কোর্সের একটি স্মরণীয় ঘটনা । প্রমত্ত পদ্মার বুকে নির্মিত ৬.১৫ কিলোমিটারের সেতুটি একটি বিস্ময় জাগানিয়া অর্জন । পদ্মা সেতু রাজনৈতিক মর্যাদা, স্বনির্ভরতা, সাহস, দৃঢ়তা, সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক ।... এই পদ্মা সেতু নির্মাণ সারা পৃথিবীর সামনেই একটা 'ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান্ডার' । প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আদর্শ উদাহরণ ।

পদ্মা সেতু বাংলাদেশের স্বপ্নের সেতু । দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের এক প্রাণশক্তি । উন্নয়নের অন্যতম সিঁড়ি ।...পদ্মা সেতু শুধু বাঙালি জাতির স্বপ্ন নয়, কংক্রিটে মোড়ানো কোনো জড়বস্তু নয়, বঙালি জাতির অস্তিত্ব, দৃঢ়তা, সততা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও বীরত্বের প্রতীক । অর্থনৈতিক অগ্রগতির সোপান, জিডিপি প্রবৃদ্ধির সহায়ক শক্তি ।

পদ্মা সেতু বাংলাদেশের জনগণের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রেষ্ঠ উপহার । পদ্মা সেতু আমাদের গৌরবের প্রতীক । পদ্মা সেতু আমাদের সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক । প্রকৌশলগত এক মহাবিস্ময়ের প্রতীক । পদ্মা সেতু আমাদের সততার প্রতীক । পদ্মা সেতু আমাদের অপমানের মোক্ষম প্রতিশোধ । ষড়যন্ত্রের জবাব । পদ্মা সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের এক ঐতিহাসিক মাইলফলক- তাঁর সততা ও সাহসের সোনালী ইতিহাস । তাঁর সাহসের এক অনুপম বিজ্ঞাপন ।

পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু । পানি প্রবাহের দিক থেকে অ্যামাজানের পর পদ্মা নদীই বিশ্বের বৃহত্তম । কারিগরি ও প্রাকৃতিক বাধা জয় করে নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু শুধু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রতীক নয়, সেতুটি সামগ্রিকভাবে অভূতপূর্ব । প্রমত্ত পদ্মায় সেতু নির্মাণের ফলে তিন-তিনটি বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে । এগুলো হলো:

(১) পদ্মা সেতুতে পিলারের সংখ্যা (খুটি) ৪২টি । দুটি পিলার নদীর দুই তীরে । বাকি ৪০টি নদীর পানিতে । পিলার নির্মাণে ৯৮ থেকে ১২২ মিটার গভীর পাইলিং (৪০ তলা দালানের সমান) করা হয়েছে, যা বিশ্ব রেকর্ড । পৃথিবীর আর কোনো সেতু নির্মাণে এত গভীর পাইলিং করা হয়নি ।

    পদ্মা সেতুর পাইলগুলো তিন মিটার ব্যাসার্ধের । অন্য কোনো সেতুর পাইলের ব্যাসার্ধও এত নয় । পদ্মা সেতুর প্রতিটি পাইল ৫০ মিলিমিটার পুরু স্টিলের পাইপে মোড়া । হাইড্রোলিক হ্যামারের মাধ্যমে পিটিয়ে পাইল পাইপগুলো নদীতে পোঁতা হয়েছে । বিশ্বে কোনো সেতু নির্মাণে এত গভীরে স্টিল পাইপ পুঁততে হয়নি ।

(২) পদ্মা সেতু আরেক বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে বিয়ারিংয়ের ক্ষমতায় । পিলার ও সেতুর নীচের অংশের (লোয়ার ডেক) পাটাতনের মাঝে রয়েছে ১০ হাজার টনের 'ফ্রিকশন পেন্ডুলাম বিয়ারিং' । এত শক্তিশালী বিয়ারিং পৃথিবীর আর কোনো সেতুতে নেই । বিয়ারিং সক্ষমতার কারণে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পেও টিকে থাকবে পদ্মা সেতু ।

(৩) পদ্মা সেতু নির্মাণে নদীর দুই তীরে ১৪ কিলোমিটার তীর বাঁধানো হয়েছে । প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে নদীশাসনে । এত বেশি ব্যয় আর কোনো সেতু তৈরির নদীশাসনে করতে হয়নি । নদীশাসনে ১ কোটি ৩৩ লাখ কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে । সাড়ে চার কোটি জিও ব্যাগভর্তি বালুও ফেলা হয়েছে ।

গত ২৫ জুন স্বপ্নের পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে। ২৫ জুনের ২৫ সংখ্যাটিকে সামনে রেখে আমরা পদ্মা সেতুকে নিম্নোক্ত ২৫টি সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করতে পারি এভাবে:

(১) পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রেষ্ঠ উপহার।
(২) পদ্মা সেতু বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্নের সেতু।
(৩) পদ্মা সেতু উন্নয়নের এক প্রাণশক্তি।
(৪) পদ্মা সেতু বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি অনবদ্য সিড়ি।
(৫) পদ্মা সেতু বাঙালির দৃঢ়তার প্রতীক।
(৬) পদ্মা সেতু বাঙালির সততার প্রতীক।
(৭) পদ্মা সেতু বাঙালির জেদী মননের প্রতীক।
(৮) পদ্মা সেতু বাঙালির কষ্টসহিষ্ণুতার প্রতীক।
(৯) পদ্মা সেতু বাঙালির বীরত্বের প্রতীক।
(১০) পদ্মা সেতু বাঙালির গৌরবের প্রতীক।
(১১) পদ্মা সেতু বাঙালির সক্ষমতার প্রতীক।
(১২) পদ্মা সেতু বাঙালির আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।
(১৩) পদ্মা সেতু বাঙালির আত্মমর্যাদার প্রতীক।
(১৪) পদ্মা সেতু বাঙালির প্রকৌশলগত এক মহাবিস্ময়ের প্রতীক।
(১৫) পদ্মা সেতু বাঙালির অপমানের মোক্ষম জবাব।
(১৬) পদ্মা সেতু বাঙালির দৃঢ়তার প্রতীক।
(১৭) পদ্মা সেতু বাঙালির ঐতিহাসিক মাইলফলক।
(১৮) পদ্মা সেতু বাঙালির সাহসের সোনালী ইতিহাস।
(১৯) পদ্মা সেতু বাঙালির সাহসের অনুপম বিজ্ঞাপন।
(২০) পদ্মা সেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতির সোপান।
(২১) পদ্মা সেতু বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির সহায়ক শক্তি।
(২২) পদ্মা সেতু বাঙালির প্রতিকূলতা জয়ের প্রতীক।
(২৩) পদ্মা সেতু ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।
(২৪) পদ্মা সেতু বাঙালির অগ্রগমনের প্রতীক এবং
(২৫) পদ্মা সেতু জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলার অনবদ্য প্রচ্ছদপট।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু নিয়ে আমরা গর্বিতভাবে উচ্চারণ করতে চাই:

পদ্মা সেতু শুধু সেতু নয় লোহা কংক্রিটে গড়া
বাঙালির বীর্য, বাঙালির শৌর্য সেতুতে দিয়েছে ধরা।
বাঙালি হারে না, হারতে জানে না করে না মাথা নত
বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময় বাধা পেরিয়ে শত।
পদ্মা সেতুতে বাঙালি জয়ী আত্মবিশ্বাসী জাতি
স্যালুট তোমাকে বঙ্গবন্ধুকন্যা উৎসবে আজ মাতি।

পদ্মা সেতুর বিভিন্ন তথ্য

মূল সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের ২৬ নভেম্বর। উদ্বোধন হবে ২০২২ সালের ২৫ জুন। সেই হিসেবে, পুরো সেতু নির্মাণে সময় লেগেছে মোট ২ হাজার ৭৬৮ দিন। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে কাজের গতি কমলেও একদিনের জন্যও কাজ থেমে থাকেনি।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজে ২০টি দেশের মানুষের মেধা জড়িয়ে আছে। দেশগুলো হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, চীন, সিঙ্গাপুর, জাপান, ডেনমার্ক, ইতালি, মালয়েশিয়া, কলম্বিয়া, ফিলিপাইন, ভারত, তাইওয়ান, নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশ।

ব্রিটিশ নাগরিক রবিন শ্যামের নেতৃত্বে পদ্মা সেতুর বিশদ নকশা করা হয় হংকংয়ে। নকশা প্রণয়নে ব্যবস্থাপক ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কেন হুইটলার।

সেতুর নির্মাণ কাজের তদারকির নেতৃত্ব দেন নিউজিল্যান্ডের নাগরিক রবার্ট জন এভস। আর নদী শাসনের নকশা প্রণয়নে ছিলেন কানাডার ব্রুস ওয়ালেস। এ কাজে আরও ছিলেন জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৌশলীরাও।

পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে সরাসরি যুক্ত ছিলেন ১৩৮ ব্যক্তি। এর মধ্যে প্রকল্প পরিচালকসহ বড় পদে আছেন ৩২ জন। তাদের মধ্যে মো. শফিকুল ইসলাম সড়ক ও জনপদের (সওজ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে থাকাকালে ২০১১ সালে পদ্মা সেতু প্রকল্পের পরিচালক হন। তার অধীনে ঠিকাদার নিয়োগ ও নির্মাণকাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামী বছর জুন পর্যন্ত তিনি পরিচালক হিসেবে থাকছেন।

পদ্মা সেতুতে ১০টি দেশের বিপুল উপকরণ ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কিছু না কিছু উপকরণ ব্যবহার হয়েছে আরও প্রায় ৫০টি দেশের।

বাংলাদেশের বাইরে পদ্মা সেতু প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি উপকরণ চীন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, লুক্সেমবার্গ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনা হয়েছে।

মূল সেতুতে প্রায় ২ লাখ ৮৯ হাজার টন স্টিলের প্লেট লেগেছে, যার পুরোটাই এসেছে চীন থেকে।

পদ্মাবক্ষে নির্মিত এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু দিনের আলোতে ধুসর এবং রাতের আলোতে সোনালী রঙ ধারণ করে। পদ্মা সেতু উদ্বোধন হওয়ার ফলে বাংলাদেশের জনগণের যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সুচিত হবে তা হলোঃ

(ক) দেশের দক্ষিণ পশ্চিাঞ্চলের ৪ কোটি মানুষের ভাগ্য বদলে যাবে।

(খ) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ১.৭% বাড়বে।

(গ) জাতীয় জিডিপির হার বাড়বে ১.২%।

(ঘ) এসব এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের হার ১% বেড়ে যাবে।

(ঙ) পরিবহণ ব্যবস্থা সহজতর হবে।

(চ) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শস্য চাহিদা ২০%; মাছের চাহিদা ২০%; ইউটিলিটি সেবা ১০% এবং পরিবহন সেবার চাহিদা ৫০% বাড়বে।

(ছ) পদ্মা সেতু হবে 'বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রনায়ক'।

(জ) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ২১টি জেলার জনগণ উপকৃত হবে। এ জেলাগুলো হচ্ছে- খুলনা বিভাগের খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা। বরিশাল বিভাগের বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠি এবং ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী।

পদ্মাসেতু ভ্রমণ আমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে আজীবন প্রতিভাত হবে।

সুখ-স্মৃতি

আনজুমান আরা
উপসচিব

ভাললাগা, ভালবাসার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্র (বিপিএটিসি)। বাংলাদেশের সিভিল সার্ভেন্টদের একান্ত প্রাণের প্রতিষ্ঠান, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এই বিপিএসিটি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম হাতিয়ার সিভিল সার্ভেন্টদের দেশপ্রেমিক, দক্ষ, জ্ঞানী, পেশাদার ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তুলতে নেতৃত্ব দানকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু করে অদ্যাবধি নতুন আইডিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। বিপিএটিসির দিনগুলি স্বপ্নের মতো কেটে যায়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের একজন সদস্য হওয়ার পর সে বছরই সুযোগ দেয়েছিলাম ৩১তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষন কোর্সের একজন সদস্য হওয়ার। অতি দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছিল চার মাস সময়। এরপর বিপিএটিসির আর কোন প্রশিক্ষণে আসা হয়নি। দীর্ঘদিন পর আবার ২১ মে ২০২২ বিপিএটিসিতে ফিরে এসেছিলাম ১৩৬ তম উচ্চতর প্রশাসন ব্যবস্থাপনা কোর্স (এসিএডি) এর একজন সদস্য হিসেবে। কখন যে দুমাস পরে হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। মনের মণিকোঠায় বিপিএটিসি এবং ১৩৬ তম এসিএডি কোর্সের স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে। রেক্টর-স্যার জনাব রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের অমায়িক ব্যবহার, সিএমটির যে চমৎকার ব্যবস্থাপনা, কোর্স উপদেষ্টা জনাব মোঃ সওগাতুল স্যারের বন্ধুসুলভ আচরণ, কোর্স পরিচালক জনাব ড. মোঃ জহুরুল ইসলামের সহজ সমাধান, সহকারী কোর্স সমন্বয়ক জনাব আনিসুর রহমান, মাসুমা আরেফিনের সহযোগিতায় এবং জনাব জাকিয়া সুলতানা'র মিষ্টি হাসি সহজ করে দিয়েছিল সময়কে। বন্ধু সাখাওয়াতের 'কাছাইতে কাছাইতে কাছাইয়া আনিয়াছি, মুঠো করিতে পারিলেই চলিয়া আসিব' কৌতুকটি আজীবন মনে থাকবে। মধূময় বিপিএটিসিকে কখন যে বাই জানানোর সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে তা টের পাইনি। তবে সাখাওয়াতের ম্যারাথন রেস, ফুড কন্ট্রোলের কঠোর অধ্যবসায় অনুপ্রাণিত করেছে সবাইকে। গাউছুল আযমের গোলাপ নয় ফুলকপি দিও, প্রাইমারী শিক্ষার মোঃ আশারাফুল আলম খানের সিরিয়াস পড়াশোনা (আইডিয়া দিপো), জোহরা খাতুনের অভিভাবকত্ব, বন্ধু হরিদাস ঠাকুরের নিত্যনতুন কবিতা, বুদ্ধির গেম, হরিদাস বৌদির হাতের মজাদার আচার, ভর্তা, কুলা প্রদীপের বডি ফিটনেস, ছোট বোন শাহানা সুলতানার ড্যাম কেয়ার, দুই পিএমসি মোঃ মমিনুর রশীদ, মোঃ মিজানুর রহমারে উন্নত মেন্যুর অত্যাচারঃ সব মিলিয়ে ১৩৬তম এসিএডি কোর্সের ২২জন সহযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতা স্মৃতিপটে দোলা দিবে বার বার। মিস করব বিপিএটিসি তোমাকে, মিস করব-১৩৬তম এসিএডি কোর্সের সংশ্লিষ্ট সবাইকে। সুবর্ণ সময়ের প্রতীক্ষায় থাকব আজীবন।

জীবনের মানে

মেজর মুহাম্মদ মাসুদ উর রহমান, পিএসসি সিগন্যাল
(বিএ-৭৫৬২)

জীবন যেন আঁকাবাঁকা এক নদী, বয়ে যায় দূরদূরান্তে
পাহাড় জনপদ পেরিয়ে, অবিরাম ছুটে চলা অনন্তে ।
জীবন যেন রংধনুর সাত রঙের কোন কল্পনা,
রোদ্র উজ্জ্বল বৃষ্টিতে যার শুরু, দিগন্তে বিলীন এক আল্পনা ।

জীবন যেন হারিয়ে যাওয়া পথিকের সেই পথ,
অনিশ্চিত অলিতে গলিতে তার নিরন্তর ছোটাছুটি ।
জীবন যেন শিল্পীর আঁকা ক্যানভাসের কোন ছবি,
শতবারের চেষ্টায় পরিণত হওয়া কোন কাটাকুটি ।

জীবন যেন কুয়াশাস্নাত এক শীতের স্নিগ্ধ সকাল,
ক্ষণিকেই যার জন্ম, ক্ষনিকের মাঝেই বিলীন ।
জীবন যেন রাতের আলোতে জ্বলে থাকা ল্যাম্পপোস্ট,
গোধূলি লগ্নে যার উজ্জীবন, পূর্বাহ্নেই মলিন ।

জীবন যেন বিশাল জলরাশিতে ভাসমান এক তরীর
হেলে-দুলে চলতে চলতে দেখা বিশাল কোন ঢেউ ।
জীবন যেন ঠাঁয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক জীবন্ত বটবৃক্ষ,
নিশ্চুপ ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে, ত্যাগের মহীমা শিখায় কেউ ।

জীবন যেনো যেন সুরকারের সুর করা গানের অংশবিশেষ,
ছন্দের তালেই তার শুরু, ছন্দেই তার শেষ ।
জীবন যেন রাতের অন্ধকারে জ্বলে উঠা জোনাকি,
আধারের মাঝে, আশা জাগানিয়া কোন পরিশেষ ।

আসলেই জীবনটা কি?
একেকজনের কাছে সংজ্ঞায়িত হওয়া একেক তত্ত্ব ?
নাকি স্রষ্টার সৃষ্টির মাঝে অনুধাবিত কোন সত্য ?
নাকি হরেকের কাছে হরেক রকম, ভিন্নতায় দৃষ্টিভঙ্গি?

জীবনের মানে নির্দিষ্ট ভাবে অসংজ্ঞায়িত কোনো সত্ব ।
জীবন হলো আইনস্টাইনের
থিওরী অফ বিলেটিভিটির মতো তত্ত্ব ।
সময় ও পরিস্থিতির মাঝে নির্ধারিত কোন সত্য ।

রাস্তার ধারে পথশিশুদের কাছে জীবন মানে সংগ্রাম ।
পিতা মাতার কাছে জীবন মানে সন্তানের হাসিমাখা মুখ ।
সীমান্তের প্রহরীদের কাছে জীবন মানে যুদ্ধ ।
ব্যর্থ প্রেমিক/প্রেমিকার কাছে জীবন মানে যন্ত্রণা ।
অসুস্থ ব্যক্তির কাছে জীবন মানে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ।

কখনো ত্যাগ, কখনো একটু ভালোবাসা, কখনো একটা ঝড়ো হাওয়া,
আবার বহু কষ্টে সেটাকে কাটিয়ে ওঠা, তারপরে একটা সাফল্যের দেখা,
দিনশেষে সেই স্রষ্টার কাছে ফিরে আসা । হ্যা এইটাই জীবন ।

কবিতা

প্রত্যাশা

আজীজ হায়দার ভূইয়া

উপসচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

যেন তুমি এলে
তাই কবিতারা সব গান হয়ে যায়
তুমি এলে দক্ষিণা বাতাস বয়ে বয়ে যায়
যেন তুমি আস ক্ষণস্থায়ী বসন্ত বাতাস নিয়ে ।

তোমার ফেরার প্রত্যাশায় মন
স্বপ্ন দেখে প্রতিক্ষণ
অপেক্ষার প্রহরগুলিও যেন হয়ে যায় দীর্ঘক্ষণ ।
সূর্যটাও যেন হারায় ঝিল
বিবর্ণ হয়ে যায় আকাশের সবটা নীল ।
স্বপ্নগুলোও হারায় অন্ধকারে
স্তব্ধ এই বন্ধ ঘরে
বিবর্ণ রাত কেটে যায়
কাটে বিমূর্ত সময় ।

আর্তনাদগুলি প্রতিধ্বনি করে
বদ্ধ ঘরে চুপিসারে
এলোমেলো মন হয়ে যায়, একাকী নিঃস্ব
তোমার প্রতীক্ষায় স্বপ্ন দেখে মন প্রতিক্ষণ
সময়গুলিও থেমে যায়, তোমায় ভেবে সারাক্ষণ ।

কাছে এলে মন
ভরে থাকে ভাললাগায় সবটুকু ক্ষণ ।

কবিতা

মলিন ঊষা

মোঃ জহিরুল ইসলাম খান
উপসচিব

সে দিন হঠাৎ তোমায় দেখলুম পশ্চিমের বেলকনীতে
গোধুলি বেলায়, দূরে কোথাও তাকিয়ে ছিলে ।
ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম বর্ণ, তোমার স্কন্ধ হইতে আকর্ণ
যেন আদর পরশে স্নান করিয়ে দিলে!

জানিনা কেন কখন তোমার কাছে গেলুম
পেছনে পায়ের শব্দে ফিরে তাকালে যখন,
তখনও জ্বলিছে নয়নে তোমার, কী যেন কী নীল উপমার
লোহিত স্বপন, মনে পড়ে সেই মধুক্ষণ ।

রক্ত-রাঙা কপোল, চিবুক, অধরের নিভৃত কোণে
চিরায়ত সেই লাজ লাজ ভাবখানি নিয়া,
শুধালে আমায়, "কাল প্রভাতে যে সূর্য উদিবে লাল
সেই সত্যের মত বল দেখি, কেমন তোমার প্রিয়া?"

আমার যেন সবই ছিল জানা, কিছু বোঝা নেই, ভাবা নেই
এক নিমেষেই বলে দিলুম, "গোধুলির সূর্যের মত"!
যেন চমকি উঠিয়া বলিলে, ওই সতৃষ্ণ নয়ন সলিলে,
"তবে আর হবেনা প্রভাত, সব আলো হইল বিগত" ।

কিছুই বুঝিনি তো, ভাল লেগেছিল যেন স্নিগ্ধ আঁধার
পুলকে শিহরি উঠিনু আমি মধুর সান্ধ্য হাওয়ায়,
ঊষার রবি জাগিবে না যদি, তুমি আছ সেথা সেই অবধি
আমি তো চলিব তোমার আলোয়, তোমার হাতের ছোঁয়ায়!

তারপর ফিরে গেনু গৃহে, একান্ত আপন ভুবনে
উর্ধ্বাকাশে লক্ষ তারা, জানালায় দক্ষিণ হাওয়া,
জানি না তখনো বেলকনিতে ছিলে কি না তুমি দিন গুণিতে,
আমার স্মরণে তোমার অতীত গোপণ চকিত চাওয়া ।

আকাশের তারকালোকে প্রশ্ন করেছি, "তোমরা সত্য
বল দেখি, আমার হৃদয়ের রানী কেমন?"
ওরা বলে, "মোরা তুচ্ছ যেথা, কেন বা তুমি বোঝ না তা?
সে তো পূণ্যস্নাত অপ্সরা এক পূর্ণ শশী যেমন ।"

চন্দ্রেরে ডেকে শুধালাম, সেই গভীর নিশুতি রাতে
"বল মোর প্রিয়ারে তোমার কখন কেমন লাগে ।"
চাঁদ কহে, "তুমি জান না কি? পূর্ণ জোছনা হলে বা কী?
যেন তারই লাগি সদা সমুদ্র নিশি জাগে?"

সাগর বলে, "তোমার প্রিয়তমা প্রতিদিন প্রভাতে জানি
রবিরে রাঙায় আপন আলোয় প্রেমের পূণ্যবানে ।
আমি নাচি তাই জল তরঙ্গে, মুক্ত পবন বহে সে সঙ্গে
কেন তুমি তারে দেখা দিলে আজি শুষ্ক গোধুলি ক্ষণে?"

আমি বলি, "ওরে আমিও তো জানি ঊষার রাঙা আকাশ
আমারই প্রিয়ার রূপের ছটা, উদার মনের কল্পনা,
তবু কেন জানি কহিনু তারে, ক্লান্ত দিনের শেষ প্রহরে
অস্তগামী রক্তরবি যেন তারই রূপের আলপনা ।"

পোহাইল নিশি, উদয়ে রবির লুকাল চন্দ্র-তারা
আমার আকাশ গহীন আঁধারে রহিল তবুও ঢাকা,
তরুণ অরুণ খ্রীয়মান যেন করুণ আলোর অভিমান,
তবে কি এখনও টুটেনিকো মোর প্রিয়ার ঘুমিয়ে থাকা?

কী বা ঘুম আজি ঘুমালে ওগো, লাজেও কি তাহা ভাঙিল না?
তুমিই সত্য রহিলে প্রিয়ে! ভোরের আলোর দান চুকিয়ে
আমার আঁধার রহিয়া গেল, আমার প্রভাত রাঙিল না ।

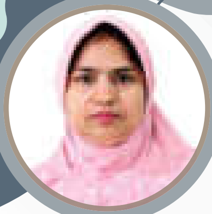

নিমন্ত্রণ

শাহানা সুলতানা
উপসচিব

এসো বন্ধু আমার ডেরায়
থাকবে আঁচল পাতা
বৃষ্টি হলে এগিয়ে নেব
ধরব মেলে ছাতা ।
আমার বাড়ি এসো রে বন্ধু
বসতে দেব পিঁড়ি
গাছ তলাতে থাকি আমি
ভাঙ্গতে না হবে সিঁড়ি ।
যদি একবার আসতে পার
খাওয়াব মুড়কি মুড়ি,
দেবনা ফিরতে কোনো কিছুতে
কাটাব বছর কুড়ি ।

ভাদ্র মাসে এলে রে বন্ধু
তুলব পাখায় হওয়া
পাতের কোণায় কালো জিরে
গরম ভাতের ধোয়া ।
বেলে মাছের ঝুরি দেব
সাথে পিঁয়াজ পাতা
লাউ পাতাতে দেব আমি
জড়িয়ে কৈ'এর মাথা ।
বিন্নি ধানের পায়েস রেধে
পাকা আম দেব বিছিয়ে ।
আগামীর স্বপ্ন দেখাবো
কব কথা গুছিয়ে ।

নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কথা

হঠাৎ করে হাসির হিহি শব্দ শোনা যাচ্ছে । কেউ হাসছে না তো । আবার মনে হচ্ছে কে যেন কাঁদছে । এত গরম কেন লাগছে । আজ আকাশে মেঘ নাকি । অনেক রাত । দুপা জড়ো করে হাটুতে সুখ গুজে ভাবনায় ডোবা যায় । জীবনের উদ্দেশ্য কি? বড় নেতা কোম্পানির এক্সিউটিভ , নামকরা স্থাপতি বা আমলা হওয়া? ভাল স্বামী, ভাল স্ত্রী, ভাল ছেলে, মেয়ে, মাবা বাবা হওয়া?

গয়নায় আধামোড়া হয়ে ভাল খাবাবের ঢেকুর তোলা, স্যুটেড বুটেড হয়ে অন্ধকারে বসে ধোয়া ছাড়া, নৌকায় গলুইতে শুয়ে আকাশের তারা গোনা, নদীর পাড় ধরে গুন টেনে চলা, ভরা উঠানে খালি খায়ে মাথা ঢেকে সোনালী রোদে ধান শুকানো । জীবনের উদ্দেশ্য কী নিরন্তর ছুটে চলা নাকি স্তিমিত হয়ে পড়ে থাকা । কিসের শংকা, বাজে ডংকা, উদ্দেশ্য তবে ভাল থাকা না কি ভাল রাখা । যে আসছে তাকে ভাল রাখা অথবা যে চলে গেছে ।

আবার যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক শুরু হয়েছে । একদল মানুষ গোলাকার হয়ে হাতে হাত ধরে ঘুরছে । আর একদল মানুষ হাতে হাত ধরে এক সারিতে দাড়িয়ে সাগরের ঢেউ এর উঠছে এবং নামছে, কেউ থামছে না । মানুষে মানুষে হানাহানি চলছে । কোথাও কোথাও অসম প্রতিযোগীতা চলছে । তার মাঝেই সব খানেই বইছে শান্তির বাতাস । কেবল খুঁজে পাওয়া যায় । স্বাগত আগামীকে এই পাগলের আড্ডাখানায় ।

রম্য

Title of the Month

136th ACAD Course

এক মাস শেষে-উপাধি পেলাম হেসে
হাসি খুশী জীবন কাটাই আমরা ভালোবেসে।

রোল নম্বর	টাইটেলধারীর নাম, পদবী ও পরিচিতি নম্বর	অজ্ঞ বিজ্ঞ বিশেষ অজ্ঞ কমিটির দ্বারা প্রদত্ত টাইটেল
১০১	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান (১৫৬৩১), উপসচিব	আমি ফুলকপি নই-ডাব খেতে চাই...
১০২	জনাব হরিদাস ঠাকুর (৮১০৫),উপসচিব	বয়স আমার বেশি না, ওরে টুকটুকির মা শুধু চুল দুটি পেকে গেছে বাতাসে...
১০৩	জনাব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান ভূইয়া (১৫৪৯৬), উপসচিব	র‍্যাম্প মডেলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান...
১০৪	জনাব জহুরা খাতুন (১৬১৫০),উপসচিব	মেস কমিটি সূক্ষ্ম কারিগর...
১০৫	জনাব মোঃ গাউছুল আজম (১৫৩৯১) উপসচিব	প্রিয়: ফুল নয়-ফুলকপি দিও... না হলে কিন্তু নাট বল্টু খুলে যাবে নে...
১০৬	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম খান (১৫১১৪), উপসচিব	ক্যালরি ইনক্রিমেন্টের সাথে বেতন ইনক্রেমিন্টের বাস্তবায়ন চাই...
১০৭	জনাব মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন (১৫০৩৫), উপসচিব	কাছাইতে কাছাইতে কাছাইয়া আনিয়াছি। মুঠি করিতে পারিলেই চলিয়া আসিব...
১০৮	জনাব মোঃ মমিনুর রশিদ (১৫৩৮৫) উপসচিব	খাওয়াইতে খাওয়াইতে মোটা বানাইয়া ফেলামু...
১০৯	জনাব শাহ্ জুলফিকার হায়দার (৮০৬৬) উপসচিব	চমৎকার হাসির মাননীয় উপদেষ্টা...
১১০	জনাব আশরাফুর রহমান (১৫৫৭৫) উপসচিব	মাটি তিন প্রকার: এলে মাটি-পেলে মাটি আর বেলে মাটি...
১১১	জনাব মুহাম্মদ রেজাউল করিম (১৫০২১), উপসচিব	রিসার্চ ক্লাশ টু'র পড়া নয়-ক্লাশ থ্রির পড়া। এতো সহজেই কী জমা দেওয়া যায়...
১১২	ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের (৮০৯৮) উপসচিব	চিকন বুদ্ধির শুভ্র হাসি....
১১৩	জনাব মোঃ শহিদুর রহমান (জি), বিএন (পি নং-২৩৯১), লেঃ কমান্ডার	আইএলটিএস ভাইবা কিন্তু ফাটাফাটি দিছি...
১১৪	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, (বিপি নং-৭৭০৮১২১৫৮৬), পুলিশ সুপার	বলকে লাথি দিয়ে ছাদে পাঠিয়ে দিলাম...
১১৫	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (১৫৬৭৪), উপসচিব	মেস কমিটির অভিজ্ঞতার কনস্যালটেন্সি করতে চাই...
১১৬	জনাব আনজুমান আরা (১৫১৭৭) উপসচিব	রোহানের বাপ-তুমি কই গেলা...
১১৭	জনাব মোহাম্মদ সফিউল আলম (১৫৪৪০), উপসচিব	গভীর বুদ্ধির সুন্দর নায়ক...
১১৮	জনাব কুল প্রদীপ চাকমা (১৫৪৮২) উপসচিব	সাঁতারে মহান কুস্তিগীর... আমি পাহাড়ের বীর...
১১৯	জনাব আজীজ হায়দার ভূইয়া (১৫৮১২) উপসচিব	রুমমেট কেন আগে আগে পিটিতে আসে টের পাইছি আমি...
১২০	মেজর মোঃ ফজলে রাব্বি, পিএসসি জি আর্টিলারি (বিএ-৭১৫৬)	দেখাইয়া দিমু, ভলিবলের চাপ কারে কয়....
১২১	মেজর মুহাম্মদ মাসুদ উর রহমান, পিএসসি, সিগন্যাল (বিএ-৭৫৬২)	তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার লাভ ম্যারেজ ই চাই...
১২২	জনাব শাহানা সুলতানা (২০৪৩৮) উপসচিব	যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে প্রচণ্ড একটা ছবি তোলো রে...

সংগীত

কেমনে হইবে জীবন শান্তিময়

গীতিকার ও সুরকার

মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন

উপসচিব, আইসিটি বিভাগ

সংসারের যাতনা প্রাণে আর সহে না
কেমনে হইবে জীবন শান্তিময় ।

সারাদিন খেটে মরি
নেই দাম তার কানাকড়ি
অভিযোগ অপবাদ শুধু শুনতে হয়॥

বউয়ের কথা যদি ধরি
(সে চায়) বেড়ানো আর শাড়িচুড়ি
ছেলে চায় প্যান্ট শার্ট ঘড়ি ব্র্যান্ডেড
মেয়ে মোর চতুর অতি
বন্ধু তার কোটিপতি
ঘন ঘন আউটিংয়ের বায়না লয়॥

করি কেরানিগিরি
(পাই) স্কেল মেপে বেতন কড়ি
কিনি চাল ডাল মাছ তরকারি এভরিথিং ।
থাকি রেন্টেড বাড়ি
বেতন সমান ভাড়া ধরি
পনের দিনেই পকেট ফাঁকা হয়॥

বনে গেছি বোকার হদ্দ
(আমি) টাকা পয়সা দিতে বাধ্য
তা না হলে সংসার কেন পেতেছি
(ওরা) জোট বেঁধে বারগেনিং করে
ডিসিশন যায় ওদের ফরে
নিরবে দেখি আমার পরাজয়॥

Memorable Album

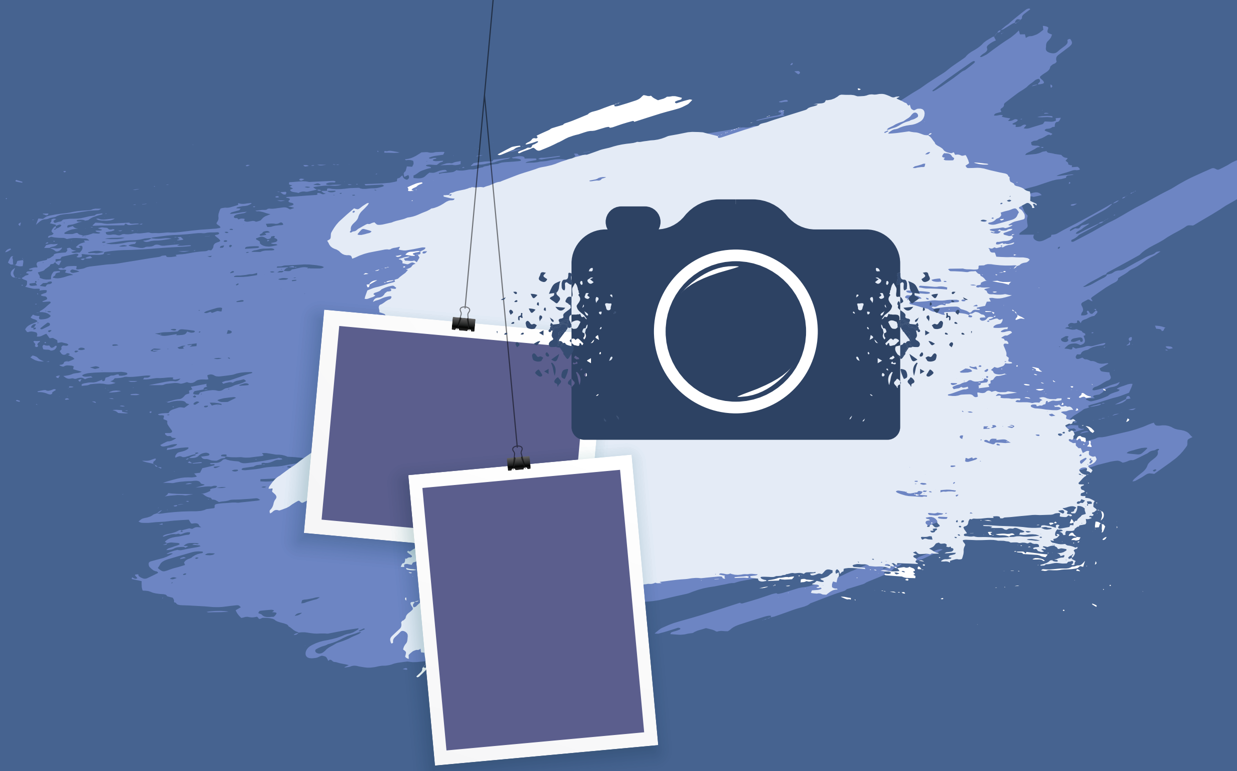

প্রীতির মিনার গড়েছি আমরা
ভুলব না কোন স্মৃতি
পথে দেখা হলে জড়িয়ে ধরবো
বুকে নিয়ে প্রেম-প্রীতি।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান

সেশন নিচ্ছেন মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম

সেশন নিচ্ছেন মাননীয় সংসদ সদস্য ও প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত

সেশন নিচ্ছেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম, পিএএ

সেশন নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রাক্তন মুখ্য সচিব ও এসডিজির মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ

সেশন নিচ্ছেন সেতু বিভাগের সচিব মোঃ মনজুর হোসেন

রেক্টর রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহোদয়ের সেশন

সেশন নিচ্ছেন ইআরডি সচিব শরিফা খান

সেশন নিচ্ছেন অর্থ বিভাগের সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার

সেশন নিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মেজবাহ উদ্দিন মহোদয়

সেশন নিচ্ছেন অতিরিক্ত সচিব মোস্তা গাউছুল হক পিএমপি

সেশন নিচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক

রেক্টর মহোদয়ের সঙ্গে চা-চক্র

এফবিসিসিআই পরিদর্শন

সকাল বেলায় পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে

ব্র্যাক সিডিএম পরিদর্শন

অসুস্থ বন্ধু মোঃ রেজাউল করিমকে হাসপাতালে নেবার পূর্ব মুহূর্তে

রেক্টর মহোদয়ের সঙ্গে পরিচিতি পর্ব

পদ্মা সেতু ভ্রমণের এক পর্যায়ে ফ্রেম বন্দী

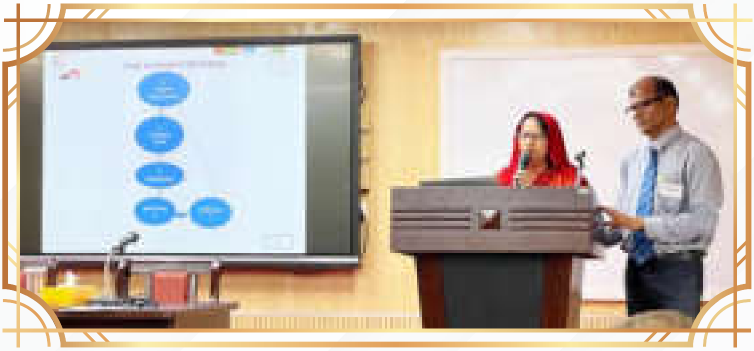

গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট উপস্থাপনা

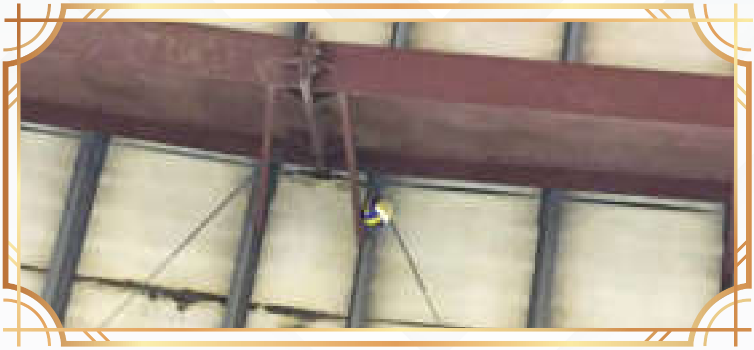

প্রশিক্ষণার্থী মোঃ মিজানুর রহমানের ঐতিহাসিক ভলিবল কিক, ছাদে আটক

জার্সি পরিহিত উৎফুল্ল প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

সকাল বেলার শারীরিক ব্যায়াম

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় দলীয় সংগীত

পদ্মা সেতুর উপরে আমরা সকলে

মমিন ও মাসুদের মডেলিং

ঈদ শেষে মমিন ও কুল প্রদীপের পিএটিসি যাত্রা

প্রথম মেস কমিটির মার্কেটিং

গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ

ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার লিমিটেড ভ্রমণের এক পর্যায়ে ফ্রেম বন্দী

পদ্মা সেতু ভ্রমণের ইলিশ ভোজন

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

১৩৬তম এসিএডি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তাদের সাফল্য কামনা করে লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদের পক্ষ হতে

আন্তরিক অভিনন্দন

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাধীন জেলা পরিষদ অফিস কমপ্লেক্স সংলগ্ন স্থানে সুপার মার্কেট কাম বানিজ্যিক ভবন

- লক্ষ্মীপুর ভ্রমণে জেলা পরিষদর ডাকবাংলোর আতিথেয়তা গ্রহণ করুন।
- লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদের সম্পত্তি রক্ষার্থে নাগরিক দায়িত্ব পালন করুন।

কুল প্রদীপ চাকমা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ ,লক্ষ্মীপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: শাহজাহান
প্রশাসক
জেলা পরিষদ, লক্ষ্মীপুর।

শতবর্ষ
১০০
কথা হোক আমাদের ফোনে
শতবর্ষ
প্যাকেজে
নতুন সংযোগে মাত্র ১০০ টাকা রিচার্জে
১০০ টাকা ব্যালেন্সসহ
সিম ফ্রি!
সাথে আরও থাকছে
ফ্রি! ১০০ মিনিট টকটাইম
ফ্রি! ১০০ এসএমএস
ফ্রি! ১৭ জিবি ইন্টারনেট
(উপরোক্ত ফ্রি মিনিট, এসএমএস এবং ইন্টারনেট সমানভাবে ৩টি ভাগে ভাগ করে প্রতিমাসে ১টি করে মোট ৩ ভাগে পাওয়া যাবে)
হেল্পলাইনঃ ১২১
০১৫ ০০ ১২১ ১২১~৯
www.teletalk.com.bd
https://www.facebook.com/yourTELETALK/
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
www.teletalk.com.bd
টেলিটক
আমাদের ফোন

adani wilmar
BEOL
বাসার খাবারেই তো
ভালোবাসা
সেরা মানের নিশ্চয়তায়
"রূপচাঁদা"
সয়াবিন তেলের পাশাপাশি
পাওয়া যাচ্ছে প্যাকেটকৃত তিনটি চাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব ও সমমর্যাদার বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্র আয়োজিত ১৩৬ তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি) এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনায়-

বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন সহযোগী ঠিকাদারঃ-

❖ এ্যারিষ্টোক্র্যাটস্ প্রোপার্টিস লিমিটেড
❖ এ্যারিষ্টোক্র্যাটস্ সিকিউরিটি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
❖ পুনম ট্রেড ইন্টারন্যশনাল

জনাব এস.এম. নজরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জনাব ড. এস,এম, মনির-উজ-জামান
চেয়ারম্যান

আমাদের উল্লেখযোগ্য সরকারী প্রজেক্ট সমুহঃ

- সেনা কল্যান সংস্থা (এস কে এস) কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল, নারায়নগঞ্জ
- ন্যাশনাল অকোপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি সেন্টার, রাজশাহী
- লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টার, কালূরঘাট
- লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টার, বান্দরবান
- খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প, কক্সবাজার ইত্যাদি

ARISTOCRATS
PROPERTIES LTD

136th Advanced Course on Administration and Development Participants with Course Management

Dream Trajectory of Bangladesh

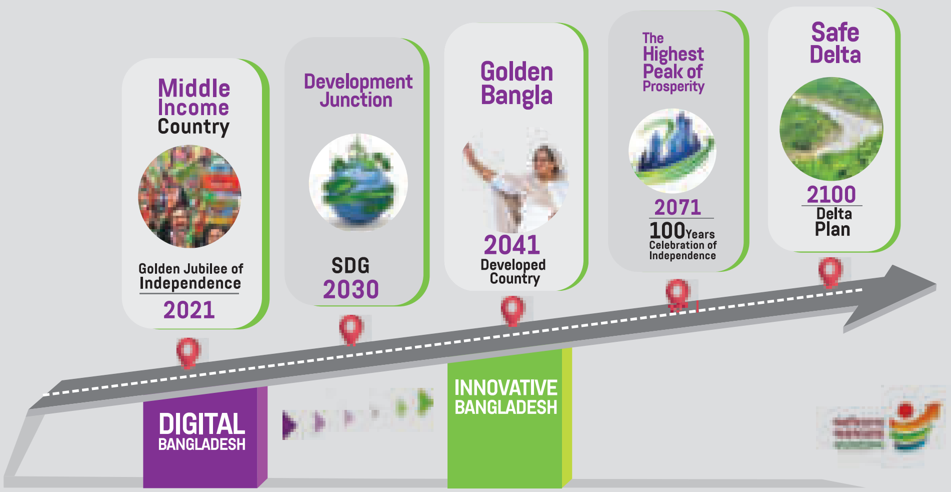

“সাত কোটি মানুষকে
দাবায়ে রাখতে পারবা না”

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান